CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 April, 2021 ■ আগরতলা, ১৩ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৩০ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হাল খাতা

বাংলা নববর্ষ দোরগোড়ায়। হালখাতা পৌঁছল বাজারে। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

গৃহবধূকে ধর্ষণ ও চেষ্টার দায়ে এক ব্যক্তিকে সাত বছর কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ এপ্রিল।। চার সন্তানের জননীকে শ্লীলতাহানী, ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত অভি রঞ্জন ত্রিপুরাকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সাজা ঘোষণা করল বিলোনিয়া দায়রা ও জেলা আদালতের বিচারক। বিভিন্ন ধারাতে মোট আর্থিক জরিমানা সহ ১৫ বছরের সাজা ঘোষণা করলেও সমস্ত সাজা একযোগে কার্যকর করে সাত বছরের জন্য সাজা ঘোষণা করেন বিচারক।

ঘটনা ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নয় তারিখ বিলোনিয়া ঋষ্যমুখের মণিরামপুর এডিসি ভিলেজের মালুম বাড়ি এলাকায় আনুমানিক রাত্রি বারোটা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বাড়িতে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত অভিরঞ্জন ত্রিপুরা দরজা খুলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে চার সন্তানের জননীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। সে সময় তার পাশে ৪ সন্তান ঘুমিয়ে ছিল। জোর করে ধর্ষণের চেষ্টায় বিবস্ত্র করলে, আক্রান্ত মহিলার চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায় সন্তানদের। পাশাপাশি এই ৪ সন্তান চিৎকার এর পর এলাকাবাসীরা টের পেয়ে ছুটে এসে অভিযুক্ত অভিনন্দন ত্রিপুরার হাত থেকে মহিলাকে রক্ষা করে।

অবশেষে চার সন্তানের জননী পরের দিন সকাল বেলা ধ্বনি মোহন ত্রিপুরাকে সাথে নিয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করে। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষ করে তদন্তকারী অফিসার মাফ্রু মগ চৌধুরী অভিযুক্ত অভিরঞ্জন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার ভারতের ছাড়পত্র পেল রাশিয়ার ভ্যাকসিন

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.)।। কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিনের পর করোনা মোকাবিলায় রাশিয়ায় তৈরি স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনকে ছাড়পত্র দিল দেশের কোভিড সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি। ফলে এই নিয়ে ভারতে ছাড়পত্র পেল করোনার তৃতীয় ভ্যাকসিন। এ বার ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই) অনুমতি দিলেই ভারতের তৃতীয় টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হবে স্পুটনিক ভি-কে। এর ফলে এদেশে টিকার চাহিদা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্পুটনিক ফাইভ

স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনকে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সিডিএসসিও (সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন)-এর বিশেষজ্ঞ কমিটি।। এবার ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)-এর তরফে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র প্রয়োজন। তবে ছাড়পত্র দিলেও ভারতে কবে থেকে এর ব্যবহার শুরু হবে এবং কবে এ দেশের বাজারে স্পুটনিক ফাইভ পাওয়া যাবে, তা জানানো হয়নি। ইতিমধ্যেই ভারত টিকা তৈরিতে বিশ্বের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত টিকার একটা বড় অংশ ভারতে তৈরি হচ্ছে। সেই পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়েই এবার হয়তো দ্রুত স্পুটনিক ভি ভারতের বাজারে আসবে।

হায়দরাবাদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডক্টর রেড্ডিস ল্যাবরেটরি এই ভ্যাকসিন ভারতে ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। ভারতে স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য রাশিয়ার ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (আরডিআইএফ)-এর সঙ্গে গত বছরের সেপ্টেম্বরে হাত মিলিয়েছিল ডক্টর রেড্ডিস। এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ৯১.৬ শতাংশ এবং ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ভেনেজুয়েলা ও বেলারুশে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চালানো হচ্ছে। রাশিয়ার এই টিকা ৫৯টি দেশে ব্যবহার হচ্ছে। স্পুটনিক ফাইভের ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতে বর্তমানে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এরইমধ্যে স্পুটনিক ফাইভ টিকার অনুমোদনে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য মিলবে। স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনকে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সিডিএসসিও (সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন)- এর বিশেষজ্ঞ কমিটি।। এবার ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)-এর তরফে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ভারত সফরে এসে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ জানিয়েছিলেন যে, কোভিড ১৯ প্রতিরোধক স্পুটনিক ফাইভ টিকার ৭০ কোটি ডোজ উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি চুক্তি হয়েছে। এখন সেই ভ্যাকসিন ভারতে ছাড়পত্র পেয়েছে।

করোনা বিধি মেনে শুরু হয়েছে দশম ও দ্বাদশের প্রি বোর্ড পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। করোনা বিধি মেনে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির প্রি বোর্ড পরীক্ষা।ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষার আগে রাজ্যে প্রথমবারের মতো সোমবার থেকে শুরু হয়েছে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর প্রি বোর্ড পরীক্ষা।।। ১২ এপ্রিল থেকে ৭ মে অবধি এই পরীক্ষা চলবে।

রাজ্যের সবকটি স্কুল এই একই সাথে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা পর্ব শুরু হয়েছে। এবার থেকে প্রেম বোর্ড পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের দুটি করে প্রশ্নপত্র থাকবে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রাজধানীর মহারানি তুলসিবাতি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নন্দন দাস জানান করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে পরীক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা হলে ঢোকার আগে সেনিটাইজেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেককে মাক্স পরিধান করে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে বলা হয়েছে।উমাকান্ত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, যাবতীয় বিধি মেনে সোমবার থেকে রাজ্যের অন্যান্য স্কুল গুলির সঙ্গে একসাথে উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেও দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

এছাড়া দুটো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত কলেজের পরীক্ষা কিছু দিন বন্ধ থাকার পর আবার সোমবার থেকে শুরু হলো। রাজধানীর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মনিদিপা জানান, করণা পরিস্থিতিতে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। যেসব বিষয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি সেসব ক্ষেত্রে অসুবিধে হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য। স্যানিটাইজেসন সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অধ্যক্ষা জানান পরীক্ষা হলের বাইরে স্যানিটাইজার রাখা হয়েছে। পরীক্ষা হলে ঢোকার সময় প্রত্যেকে তা ব্যবহার করছে।মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক প্রি বোর্ড পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পরীক্ষা গুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কলসীরমুখে যান দূর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। কলসীরমুখ এলাকায় যান দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি। আজ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসীরমুখ এলাকায় আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে টি আর ০ এইচ ০৬৯৩ নাম্বারের একটি মারুতি ভ্যান ও একটি গ্লেমার বাইকের মধ্যে সংর্ঘঘটে। জানাযায় রাস্তার মধ্যে একটি গবাদিপশু পড়ে থাকার ফলে এই দুর্ঘটনাঘটে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী আহত অবস্থায় বাইক আরহীকে চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে শান্তির বাজার জেলা হাসপালে স্থানান্তরিত করে। আহত ব্যক্তির নাম গোবিন্দ দাস। তিনি শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগার বাসিন্দা বলে জানাযায়। অপরদিকে এই দুর্ঘটনায় জাতীয় সড়কে প্রান হারালো একটি গবাদী পশু।

মাস্ক ঃ কঠোর হল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ বিভিন্ন যানবাহন ও দ্বিচক্রযান আটক করে জরিমানা আদায় অব্যাহত রেখেছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে রাজধানী আগরতলা শহর সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে তিন নেশা কারবারীকে গণধোলাই, পুড়ানো হল দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ধলাই জেলার কমলপুরের মরাছড়া বাজারে ড্রাগস বিক্রির সময় হাতেনাতে আটক করে ড্রাগস বিক্রেতাদের উত্তম-মধ্যম দিলেন উত্তেজিত জনতা। ড্রাগস বিক্রি করার অপরাধে ড্রাগস কারবারিদের পুলিশের হাতে দিয়ে দোকান ঘরে এবং বাইকে আগুন লাগিয়ে দিলো উত্তেজিত জনতা।

ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুপুর একটায় কমলপুর থানার মরাছড়া বাজারে। ড্রাগস বিক্রির অপরাধে দোকানের মালিক প্রসেনজিৎ দাস অপর দুই যুবক সুভাষ দেবনাথ (২১)ও রাজীব খাড়িয়াকে(১৮) হাতে নাতে ধরে উওম মধ্যম দিয়েপুলিশের হাতে তুলে দেয় মরাছড়া বাজার এলাকার জনতা। এরপর মরাছড়া বাজার এলাকার উত্তেজিত জনতা প্রসেনজিৎ দাসের দোকান সহ একটি বাইককে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার দোকান ও বাইকটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

খবর পেয়ে কমলপুর থেকে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসার আগে। তারা আসার আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় প্রসেনজিৎ দাস দীর্ঘদিন যাবত ড্রাগস সহ অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা করে আসছে মরাছড়া বাজারে। এতদিন মানুষ তাকে ধরার জন্য উতপেতে ছিল। সোমবার জনতার হাতে নেশা কারবারি প্রসেনজিৎ দাস ধরা পড়ে।এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা আটক নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের ভয়ে নতুনবাজার এলাকার বহু পরিবার নিরাপত্তাহীনতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। অমরপুর মহকুমার নতুন বাজার মালবাসা এলাকায় নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বহু মানুষ বাড়ি ঘর ছাড়া। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। ত্রিপুরা স্ব শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা পাওয়ার পর থেকেই নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস চরম আকার ধারণ করেছে।

নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়ে এডিসি দখল করেছে মহারাজা প্রদ্যুত কিশোরের তিপ্রা মথা। নির্বাচন ঘোষনার পর থেকেই পাহাড়ে বিজেপি কর্মীদের উপর ব্যাপক সন্ত্রাস নামিয়ে আনে তিপ্রা মথা। অমরপুর নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্রে তিপ্রা মথা প্রার্থী ডলি রিয়াং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী অতিন্দ্র রিয়াংকে হারিয়েছে। তারপর থেকেই ওই এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস চালাচ্ছে তিপ্রা মথা। এমনটাই অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের।

রবিবার অমরপুর কালামাটি গতিরাম পাড়া এলাকায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীর উপর আক্রমণ করে তিপ্রা মথার কর্মীরা। ১ জন বিজেপি কর্মীর গাড়ি ভাঙচুর সহ এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িঘড় ভাঙচুর করেছে। মহিলাদের উপরও আক্রমণ করা হয়।ঘটনায় থমথমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও অনাস্থা, কৈলাসহর শ্রীনাথ পঞ্চায়েত নিয়ে উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। উনকোটি জেলার কৈলাশহর এর শ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে।পঞ্চায়েত সদস্যদের নিজেদের স্বার্থে ফের কৈলাসহরের শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নাটক মঞ্চস্থ হলো। রাজনৈতিক ভাবে তীব্র চাঞ্চল্যের পাশাপাশি সমালোচনারও ঝড় উঠছে। কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অবস্থিত। তেরো আসন বিশিষ্ট শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১৯ সালের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্য ছয়জন, সি.পি.আই.এম দলের পঞ্চায়েত সদস্য পাঁচজন এবং কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত সদস্য দুইজন।

পঞ্চায়েত ত্রিশংকু হয়ে যাবার পর সিপিআইএম দলের হবিব উদ্দিন পঞ্চায়েতের প্রধান এবং কংগ্রেস দলের আব্দুল সালামকে উপ প্রধান করে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দুই দল যৌথ ভাবে পঞ্চায়েত গঠন করে। কিন্তু কয়েকমাস পরে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় পঞ্চায়েত ভেংগে যায়। এরপর সিপিআইএম দলের পঞ্চায়েত সদস্য তুয়াকুল আলীকে পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্য সিরাজ মিঞাকে উপ প্রধান করা হয়।বিজেপি দলের মোট ছয়জন সদস্যের মধ্যে চারজন পঞ্চায়েত সদস্য এবং সিপিআইএম দলের মোট পাঁচ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে চারজন পঞ্চায়েত সদস্য মিলে পঞ্চায়েত গঠন করে।

দলীয় হুইপ অমান্য করায় দুই দলের নির্দেশে গৌরনগর ব্লকের বিডিও ওদের পঞ্চায়েত সদস্য পদ খারিজ করে দেবার পর ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা হয়। এই মামলায় চলতি বছরের মার্চ মাসে হাইকোর্ট রায় দিয়ে বলে যে, সিপিআইএম দলের তুয়াকুল আলী প্রধান এবং বিজেপি দলের সিরাজ মিঞাকে উপ প্রধান পদে বহাল রেখে পঞ্চায়েত চলবে। আদালতের রায়ের পর বারো এপ্রিল দুপুরে ফের আরও এক নতুন নাটক মঞ্চস্থ হলো। বারো এপ্রিল দুপুরে বিজেপি দলের নির্বাচিত ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য জমসেদ আলীর নেতৃত্বে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য এবং কংগ্রেস দলের দুইজন পঞ্চায়েত সদস্য ও সিপিআইএম দলের এক সদস্য মিলে মোট নয়জন পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েতের প্রধান তুয়াকুল আলীর বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় ঊনকোটি জেলার পঞ্চায়েত দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা সুদীপ করের কাছে।

উল্লেখ্য, জেলা পঞ্চায়েত অফিসার জেলায় অনুপস্থিত থাকায় উনার পরিবর্তে জেলার পঞ্চায়েত দপ্তরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। প্রচুর নগদ অর্থ এবং স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল জনৈক শিক্ষক ও তার সাগরেদের বিরুদ্ধে। ঘটনা তেলিয়ামুড়ায় অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম শঙ্কর দেবনাথ ও তার সাগ রেদ হরেকৃষ্ণ দেবনাথ। এলাকার মানুষজনদের অভিযোগ মূলে জানা গেছে ওই শিক্ষক জয়নগর এলাকার অনিমা বণিক নামে এক মহিলাকে হাতিয়ার করে এলাকার বিভিন্ন মানুষজনদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ এবং স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেয় মোটা অংকের সুদ দেওয়ার নাম করে।

অনেকটা চিটফান্ডের মত। যেসব মানুষজনদের কাছ থেকে নগদ টাকা এবং স্বর্ণালঙ্কার নেওয়া হয়েছিল এবার ওইসব মানুষজন হন্যে হয়ে ঘুরছে তাদের আমানত হিসেবে অর্থ এবং স্বর্ণালঙ্কার ফিরে পাওয়ার জন্য। এ নিয়ে কয়েকবার সালিশি সভাও হয়েছিলো। রবিবার পূর্ত দপ্তরের ডাকবাংলায় সালিশি সভা থেকে অভিযুক্ত শংকর দেবনাথ এবং হরেকৃষ্ণ দেবনাথকে ক্ষুব্দ প্রমিলা বাহিনী মারধোরও করে। পরে ওই সব ক্ষুব্ধ প্রমীলারা রবিবার সন্ধ্যায় কালিটিলা গ্রামে হরেকৃষ্ণ দেবনাথ এর বাড়ি চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালায়।

ভাঙচুর চালানোর প্রাক্কালেই হরে কৃষ্ণ দেবনাথ এর স্ত্রী এবং মেয়ে ক্ষুব্দ হয়ে প্রমিলা বাহিনীর উদ্দেশ্যে তেড়ে-ফুঁড়ে আসে। খবর যায় তেলিয়ামুড়া থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেয়। পরবর্তী সময় ওই সব ক্ষুব্দ প্রমীলারা গৌরাঙ্গ টিলা গ্রামের শঙ্কর দেবনাথ এর বাড়িতে এসে চড়াও হয়। কিন্তু শঙ্কর দেবনাথ তখন বাড়ি থেকে বের হননি। সোমবার সকালে ক্ষুব্দ প্রমিলা বাহিনীরা অর্থাৎ পাওনাদাররা ফের হরেকৃষ্ণ দেবনাথ এর বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। আপাতত হরে কৃষ্ণ দেবনাথ এর বাড়ির সামনে পুলিশ প্রিকেট বসানো হয়েছে যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা না ঘটে। তবে শিক্ষক শংকর দেবনাথ তেলিয়ামুড়া বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত বলে জানা গেছে।

বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরি অন্ধকারে হাতরাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটছে। চোরের দল স্কুলে মিড ডে মিলের কিছু জিনিসপত্র এবং স্কুলের ছাত্রীদের জন্য মজুদ রাখা ১০টি ল্যাপটপ চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ল্যাপটপ গুলোর প্যাকেটও ভাঙ্গা হয়নি।তাছাড়া স্কুলে মজুদ বিভিন্ন পুরস্কার সামগ্রী গুলো পর্যন্ত নিয়ে গেছে। সোমবার বিদ্যালয়ে গিয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খবর দেন কলেজ টিলা পুলিশ ফাঁড়িতে।

এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্রীরাও বিস্মিত হয়ে যান। ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ টিলা আউটপুটের পুলিশ বিদ্যালয়ে ছুটে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্তচুরি যাওয়া কম্পিউটার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।

এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথার উত্থানে নির্দলীয় প্রার্থীদের অসীম অবদান

আগরতলা, ১২ এপ্রিল (হি.স.)।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথা-র উত্থানে নির্দলীয় প্রার্থীদের বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ, চারটি আসনে নির্দলীয় প্রার্থী প্রদ্যুত মাণিক্যদের জেতাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। শুধু তা-ই নয়, বিজেপি-আইপিএফটি জোটের একটি আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই পরিণাম হিসেবে তিপ্রা মথা ফায়দা তুলে নিয়েছে। ফলস্বরূপ, এডিসি নির্বাচনে প্রদ্যুত মাণিক্যের দল ১৬টি আসনে জয় হাসিল করতে পেরেছে। তাঁদের জোটসঙ্গী আইএনপিটি দুটি আসনে জয়ী হয়েছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এডিসি নির্বাচনে সবাইকে চমকে দিয়েছে তিপ্রা মথা। সদ্য আত্মপ্রকাশের পর খুবই অল্প সময়ে এডিসি নির্বাচনের সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ইতিপূর্বে জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল হিসেবে আইপিএফটি ২০০০ সালে এডিসি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু তখন বন্দুকের নলের মুখে এডিসি দখল নেওয়া হয়েছিল বলে বামেরা আজও সমালোচনা করেন। এর পর দীর্ঘ ১৫ বছর একটানা এডিসি শাসন করেছে বামফ্রন্ট। স্বাভাবিকভাবেই, এ-বছর এডিসি নির্বাচনে জনজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল হিসেবে তিপ্রা মথা-র ফলাফল চমকপ্রদ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে নির্বাচনে অস্বিত্বের লড়াইয়ে সফল বলে বিজেপি দাবি করেছে। অবশ্য, শাসক দলের এই দাবি উড়িয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কারণ, জোট ধর্ম বজায় রাখতে মাশুল গুণতে হচ্ছে বিজেপি-কে। ভোটের ফলাফলে স্পষ্ট, আইপিএফটি-র সাথে জোট না হলে বিজেপি আরও বেশি আসনে জয়ী হতে পারত। তবে, নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে ভোট ছিনিয়ে নিয়েছে, তাতে আখেরে বিজেপি জোটের ক্ষতি হয়েছে, তিপ্রা মথা ভোট ভাগাভাগির ফায়দা তুলে নিয়েছে।

ভোটের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দামছড়া-জম্পুই আসনে তিপ্রা মথা-র প্রার্থী ৮,১৭৮টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। অথচ, আইপিএফটি প্রার্থী পেয়েছে ৫২৭২টি ভোট এবং নির্দল প্রার্থী ডিকে রিয়াঙের ঝুলিতে গেছে ৫,৪১১টি ভোট। তেমনি, গঙ্গানগর-গণ্ডাছড়া আসনে নির্দল প্রার্থী ভূমিকা নন্দ রিয়াং ৬৩০৭টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। ওই আসনে আইপিএফটি প্রার্থী পেয়েছেন ৩,৫৫২টি ভোট এবং তিপ্রা মথা-র দখলে গেছে ৬,২৪১টি ভোট।

একইভাবে, অম্পিনগর আসনে নির্দলীয় প্রার্থী ৩২১২টি ভোট পাওয়ায় তিপ্রা মথা অনায়াসে জয়ী হয়েছে। কারণ, মথা-র প্রার্থী পেয়েছেন ৯০৪৮টি ভোট এবং আইপিএফটি প্রার্থীর দখলে গেছে ৭৫৩৯টি ভোট। তাতে স্পষ্ট, নির্দলীয় প্রার্থীর জন্য ওই আসন আইপিএফটি-র হাতছাড়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। রাইমাভ্যালি আসনেও নির্দলীয় প্রার্থী খুব সহজে তিপ্রা মথা-কে জিততে সহায়তা করেছে। ওই আসনে বিজেপি ৫৪৮০টি এবং নির্দলীয় প্রার্থী বিকাশ চাকমা ৫৪৩৭টি ভোট পেয়েছেন। অথচ, ৬৫০১টি ভোট পেয়ে তিপ্রা মথা জয়ী হয়েছেন। পূর্ব মুহুরিপুর-ভুরাতলি কেন্দ্রেও নির্দলীয় প্রার্থী সাত হাজারের অধিক ভোট পেয়েছেন এবং আইপিএফটি প্রার্থী পেয়েছেন ৩২০২টি ভোট। অন্যদিকে, ১১২২৮টি ভোট পেয়ে তিপ্রা মথা জয়ী হয়েছে।

অবাক করার বিষয় হল, জোট সঙ্গী আইপিএফটি-র সাথে এডিসি নির্বাচনে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে তিপ্রা মথা একটি আসন দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে। নতুনবাজার-মালবাসা কেন্দ্রে বিজেপি ১২৭২৮ ভোট এবং আইপিএফটি ১২৭০টি ভোট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৮১ ◘ ১৩ এপ্রিল ২০২১ ইং ◘ ৩০ চৈত্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

টিকার যোগান

করোণা টিকাকরণকে গোটা দেশে সকল অংশের মানুষের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। পাশাপাশি জনগণকে এই বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরী। শুধুমাত্রর সরকারি প্রচেষ্টাতেই টিকাকরণ উৎসব সর্বাঙ্গীন সফল করা সম্ভব হইবে না।দেশে টিকা-উৎসবের ডাক দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে অতিমারির দ্বিতীয় প্রবাহের যে তাণ্ডব চলিতেছে, তাহার গতি রোধে টিকাকরণ কর্মসূচিটিকে জোরদার করিবার কথা বিশেষজ্ঞরাও বলিয়াছেন। বস্তুত, টিকাকরণের হার বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা ভিন্ন এই কালান্তক ব্যাধির সঙ্গে লড়াইয়ে সাফল্য মিলিবে না। প্রধানমন্ত্রী শব্দ লইয়া খেলিতে ভালবাসেন। তাই টিকা প্রদান এবং গ্রহণের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে লইয়া যাইবার বিষয়টি তাঁহার ভাষায় ‘উৎসব’। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু উৎসবের উপকরণ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে তো? মহারাষ্ট্র-সহ একাধিক রাজ্য সম্প্রতি টিকাসঙ্কটের অভিযোগ তুলিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে চাহিয়াও টিকা মিলিতেছে না।

টিকাকরণ শুরুর তিন মাস পরেও জনসংখ্যার নিরিখে টিকাকরণের হার যথেষ্ট বাড়িল না, এবং টিকা বিতরণ ও মজুতের ক্ষেত্রেও বিস্তর ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। পরিণতি, মহারাষ্ট্রের ন্যায় একাধিক রাজ্য যখন দ্বিতীয় প্রবাহে ধরাশায়ী, তখনই তাহাদের হাতে পর্যাপ্ত টিকা নাই। উদ্বেগ বাড়াইয়া কেন্দ্র সম্প্রতি ইহাও জানাইয়াছে যে, ৪৫-এর কমবয়সিদের টিকাকরণের ভাবনা এখনও কেন্দ্রের নাই। অথচ পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, এই পর্যায়ে আক্রান্তদের এক বৃহৎ অংশের বয়স ২৫ হইতে ৪০-এর মধ্যে। সকলের জন্য টিকা একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এই আবেদন নস্যাৎ করিবার পশ্চাতে কেন্দ্রীয় যুক্তি ব্রিটেন-সহ পশ্চিমের দেশগুলিতেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ব্রিটেনই যদি কেন্দ্রের নিকট অনুকরণযোগ্য মনে হয়, তবে ইহাও বিচার্য যে, গত দুই মাসে সেই দেশে টিকাকরণের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং টিকাকরণের কল্যাণেই পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হইয়াছে ব্রিটেনে। ভারতে সেই স্বস্তি কোথায়?টিকাকরণের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিবার ক্ষেত্রে প্রথম অভিযুক্ত যদি কেন্দ্রীয় সরকার হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় অবশ্যই এক বৃহৎ সংখ্যক অ-সচেতন নাগরিক। বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও তাঁহারা অমিত বিক্রমে করোনাবিধিকে অগ্রাহ্য করিতেছেন এবং যথেষ্ট সংখ্যায় টিকা লইতেছেন না। টিকা লইবার ক্ষেত্রে নাগরিক অনীহার বিষয়টি গোড়া হইতেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথম দিকে প্রচুর টিকা নষ্ট হইবার কারণও ইহাই। অথচ, পোলিয়োর ন্যায় একাধিক রোগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সরকারি প্রচেষ্টা এবং নাগরিক সদিচ্ছা একত্রে মিলিলে তবেই সেই রোগ নির্মূল সম্ভব। টিকা শুধুমাত্র ব্যক্তিকল্যাণ নহে, সামগ্রিক ভাবে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিকে নিশ্চিত করিয়া থাকে। সুতরাং, ফাঁকিবাজির জায়গা নাই। সরকার যেমন কাহাকে, কখন, কী ভাবে টিকা দেওয়া হইবে তাহা দেখিবে; নাগরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোজ লইলেন কি না নজরদারি করিবে, টিকার জোগান অব্যাহত রাখিবে; তেমনই নাগরিকও সেই কর্মকাণ্ডে যোগদান করিয়া নিজ কর্তব্য পালন করিবেন ইহাই কাম্য। অন্যথায়, অতিমারি জিতিবে। মানব সভ্যতা বিপজ্জনক পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। স্বাভাবিক কারণেই সময় থাকিতে এই বিষয়ে সময় উপযোগী চিন্তাভাবনা করিতে হইবে।

জম্মু ও কাশ্মীরে পাহাড়ি খাদে পড়ল মিনি-বাস, মৃত্যু কমপক্ষে ৫ জনের

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি নদীতে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি মিনি-বাস। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫ জনের। এছাড়াও আরও ৪ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ডোডা শহর থেকে প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরে, থাথ্রি-গান্ডোহ রোডে কাহারা এলাকার পিয়াকুলের কাছে। রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কালনাই নদীতে পড়ে যায় বাসটি, বোল্ডারে ধাক্কা খাওয়ার পরই বাসটি দু’টুকরো হয়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার দুপুরে পিয়াকুলের কাছে রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কালনাই নদীতে পড়ে যায় একটি মিনি-বাস। সরকারি সূত্রের খবর, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। এছাড়াও ৪ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। ডোডা ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন, ’ডোডা জেলার মিনি-বাস দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ডোডা থেকে চিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল মিনি-বাসটি।’ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-ইয়াসির হুসেন (২৬), কালি বেগম (৫০), অঞ্জু দেবী (২৮), শুকার ডিন (৬০) ও সুদেশা দেবী (৪০)।

বাড়ি ফিরলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : ঘরে ফিরলেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার। সম্প্রতি তিনি করোনা পজিটিভ হয়ে সর্তকতা অবলম্বন করার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অভিনেতা অক্ষয়ের স্ত্রী টুইংকেল খান্না সোমবার ইনস্টাগ্রামে এই খবর জানিয়ে একটি ছবিও পোস্ট করেন। গত ৪ এপ্রিল নমুনা পরীক্ষা করে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ তার মধ্যে ধরা পড়ে। তিনি নিজেকে হোম কোরেন্টাইনে রাখেন। ৫৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা ওইদিন নিজের টুইটারে এই খবর জানিয়েছিলেন। এরপর তিনি কোভিড-১৯ পরীক্ষা করলে রিপোর্ট পজিটিভ ধরা পড়ে এবং সর্তকতা অবলম্বন করার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। সোমবার তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য সম্প্রতি বলিউডে একাধিক সেলিব্রিটি রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, আদিত্য নারায়ন, কার্তিক আরিয়ান এবং আমির খানও করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

সুজাতা মন্ডল খানের বিরুদ্ধে এনসিএসসিতে অভিযোগ জানাল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রতিনিধিদল সোমবার জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন (এনসিএসসি)-তে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী সুজাতা মন্ডল খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানাল। বিজেপির মহাসচিব তথা রাজ্যসভা সাংসদ দুষান্ত গৌতম, সাংসদ হংসরাজ হংস, সাংসদ সুনিতা দুগ্গল সহ এক প্রতিনিধি মন্ডল এনসিএসসি চেয়ারম্যান বিজয় সংপলার সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিনিধি মন্ডলরের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা প্রার্থী সুজাতা মন্ডল খান এবারের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে দলিত সমাজের মানুষদের প্রতি অপমানজনক শব্দ প্রয়োগ করে তাদের অপমানিত করেছেন। তারা সুজাতা মন্ডল খানের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানায় বিজেপির প্রতিনিধি দল।

শীতলকুচিতে পরিকল্পনা করে হত্যা করা হয়েছে: মমতা

কলকাতা,১২ এপ্রিল (হি স): চতুর্থ দফার ভোটে উতপ্ত হয়ে উঠেছিল কোচবিহারের শীতলকুচি। চতুর্থ দফার ভোটের দিন মৃত্যু হয়েছিল চারজনের। এরই মাঝে সোমবার রানাঘাটে এক জনসভা থেকে ”শীতলকুচিতে পরিকল্পনা করে হত্যা করা হয়েছে” এমনটাই মন্তব্য করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ”বিজেপি তুমি নিজের কর্মীকে নিজের হত্যা করেছো লজ্জা নেই। আমি তার মৃত্যুরও নিন্দা করছি। তার পরিবারকে সাহায্যও করব। শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। লজ্জা করে না কেন্দ্রীয় বাহিনীকে প্ররোচনা দিতে। গোটাটাই অমিত শাহের পরিকল্পনায় হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও সব জানেন। গুলি করে খুন করার পর ক্লিনচিট দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এ সব শোভা পায় না”।

ভিতে সিঁদ কাটার শব্দ

শুভময় মৈত্র

পশ্চিমবঙ্গের সব আলোচনা যখন নন্দীগ্রাম-মুখী, সেই সময় সুদ বাড়া-কমার খবর হারিয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিষয়টা কী? গত আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিক ফুরিয়েছে ২০২১ সালেরে ৩১ মার্চ। সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদের যে হার, তা কমানোর কথা ঘোষিত হয়েছিল সেদিন। সেই ‘নতুন’ হার চালু হওয়ার কথা এপ্রিল ১ থেকে জুন ৩০ এই তারিখের জন্য। অর্থাৎ, সেই সময়টা নতুন আর্থিক বছরের শুরুর ত্রৈমাসিক। খুব বেশি তথ্যের কচকটিতে যাচ্ছি না। তবে একটি হিসাব বলছে যে, ‘পিপিএফ’ অর্থাৎ পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ক্ষেত্রে সুদের হার কমে হয়েছিল বাৎসরিক ৬.৪ শতাংশ, যা কিনা আগে ছিল ৭.১। এই ব্যবধান অনেকটাই। অন্যান্য সরকারি আমানতের ক্ষেত্রেও এইরকমের ব্যবধান লাগু হয়েছিল। বরিষ্ঠ নাগরিকরাও ছাড় পাননি। স্বভাবতই তারপর তুমুল হইটই। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ঘোষণা করলেন যে সুদ কমছে না, যেমনটা ছিল তেমনটাই থাকছে। টুইট করে বললেও আশা করা যায় সেটাকেই দেশের মানুষ সরকারি সিলমোহর রূপে ধরতে পারেন।

এই সমস্ত সরকারি আমানতে সুদ কমলে দেশের মধ্যবিত্ত মানুষদের যে কী কী অসুবিধা, তা নিয়ে নতুন করে লেখার কিছু নেই। বাজার অর্থনীতিতে সুরক্ষিত আমানতে সুদের হার কমালে যাঁরা জমানো টাকার সুদে দিন চালান, তাঁদের সমূহ সমস্যা। হয়তো দেশের নীতি-নির্ধারকেরা চাইছেন সুরক্ষিত আমানত ভুলে গিয়ে মানুষ আরও বেশি করে টাকা ঢালুন শেয়ার বাজারে। অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার সে-ও এক পথ বইকি। কিন্তু ঝুঁকি নিলে ভুগতে হতে পারে। অর্থাৎ শেয়ার বাজারে সেই টাকায় হয়তো কিছুদিন ভাল সুদ মিলল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সূচক গোত্তা খেলে

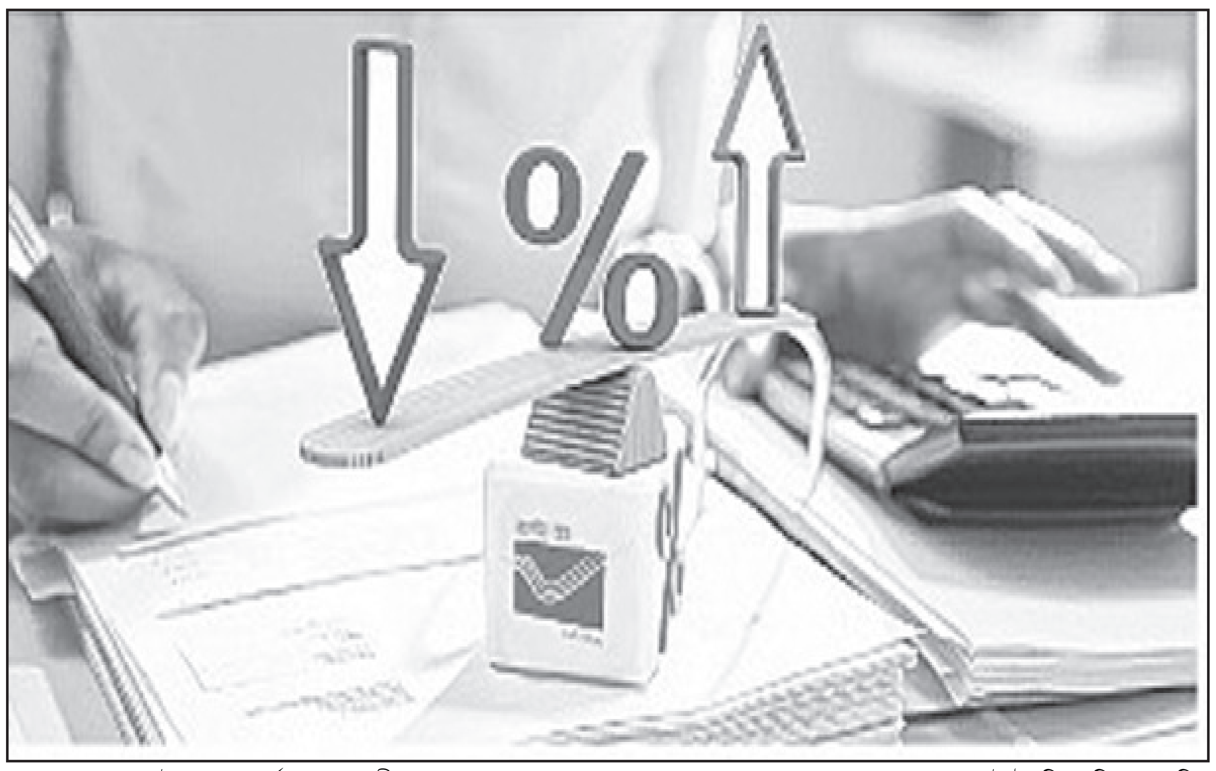

প্রচুর মানুষের টাকা মুহূর্তে কোথায় যে হারিয়ে যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সে খবর রাখে না। গত সহস্রাব্দের নয়ের দশক থেকে এই বাজার অর্থনীতির সঙ্গে দেশের মানুষের আর্থিক সুরক্ষার যে টানাপোড়েন, তা ঘটমান বর্তমান। কংগ্রেস এবং বিজেপি’র নীতিতে খুব পার্থক্য নেই। অর্থনীতি বিভিন্ন যুক্তি খুঁজে তাঁরা প্রমাণ করেন যে, সুদ কমানোটাই চাঙ্গা করবে দেশজ অর্থনীতিকে। মনে রাখতে হবে, অন্যদিকেও প্রচুর যুক্তি আছে। সেখানে সরকারের ভূমিকা এবং আপামর জনসাধারণকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা আসে। কিন্ত দিনে দিনে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বামপন্থীদের প্রভাব কমতে থাকায়। বাজার অর্থনীতির বিরোধিতা করার লোক কম। তবে এবারের সুদ কমার তুলনায় অনেক ‘বড় খরব’ সুদ কমে একদিনের মধ্যে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসা। অনেকেই বলছেন, পুরো বিষয়টা পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের কথা ভেবে। আরও বিশেষভাবে দেখলে পশ্চিমবঙ্গের কথা মাথায় রেখে। এটা সকলেই বোঝেন যে, কেরল বা তামিলনাড়ুতে বিজেপি’র সম্ভবনা তেমন কিছু উজ্জ্বল নয়। পুদুচেরি ছোট রাজ্য, সেখানে সুদ কমুক কি না-কমুক বিজেপি’র বসন্ত, কারণ দল বদলেছেন একগাদা কংগ্রেস নেতা। অসমের ক্ষেত্রেও সুদ কমা ভোটবাক্সে বিশাল প্রভাব ফেলবে এ-কথা মানতে অসুবিধা আছে। সেখানে এখন পর্যন্ত যা খবর তাতে বিজেপি এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে লড়াই টানটান এবং এখানে মধ্যবিত্ত মানুষের গলার জোর আছে। তাই সরকারি আমানতে সুদ কমলে আওয়াজ কিছুটা উঠবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নির্বাচন এখন পুরোপুরি বাকি। সেখানে বিজেপি’র দিকে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমর্থনে ভাটা পড়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই বিষয়টা নজর করেই যে অর্থমন্ত্রী সুদের হার আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিলেন, এমন মুক্তি উঠে আসতে পারে।

কিন্তু সেখানে আবার দু’টি দিকে আলোচনা গড়াবে এবং তার কোনওটাই বিজেপিকে স্বস্তি দেবে না। এক, বিজেপি’র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি নজর রাখতে ভুলে যাচ্ছেন বিভিন্ন ঘোষণায়? তাই কি নির্বাচনী আবহে তাঁদের নজর এড়িয়ে সুদ কমানোর বিষয়টা ঘোষিত হল? সরকারি বাবুদের উপর হয়তো ‘স্থায়ী নির্দেশ’ (স্ট্যান্ডিং ইন্সট্রাকশন) আছে কিছু অঙ্ক কষে প্রতি ত্রৈমাসিকে সুদের হার পরিবর্তন করা। সেখানে কোনও একটা সুদ কষার অঙ্কে উত্তর যা এসেছে সেটাই ঢুকে গিয়েছে সরকারি ঘোষণায়। সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব তা আর দেখে ওঠার সময় পাননি। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনেও প্রার্থী বাছাই এবং ভোটের লিস্টে তাঁদের নাম নিয়ে গোলমালের খবর আমরা শুনেছি সংবাদমাধ্যমে। বিজেপি’র মসৃণ সংগঠনে কি তাহলে কোথাও কোথাও ছোট খাটো গোলমানল সিঁদ কাটতে শুরু করেছে? এরকম এটা ঘোষণার গোলমাল যদি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত মানুষের মনে সিঁদুরে মেঘ আমদানি করে এবং তা ভোট বাক্সে প্রভাব ফেলে, সে দায় একেবারে বিজেপি’র শীর্ষ সংগঠনে ঘাড়ে পড়বে। দল বাড়লে খুব স্বাভাবিক নিয়মে ভুলও বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে অন্য দল থেকে আসা নেতানেত্রীরা হয়তো বিজেপি বা আরএসএসের পুরনো এবং বিশ্বাসী কর্মীদের মতো ততটা বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন না, বা করতে পারেন না। সুদের বাড়া-কমাও বিজেপি’র সাংগঠনিক ভিতে সামান্য হলেও চিড় দেখিয়ে দিল। অন্যদিকটা আরও গোলমেলে। এই নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর আগামী ত্রৈমাসিকে যদি সুদ কমে, তখন বিশ্বসযোগ্যতা আরও কমবে কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ, মানুষ বুঝবে যে নির্বাচনের জন্যই কমানো সুদ ফের বাড়িয়ে আগের জায়গায় ফেরানো হয়েছে। তবে আপাতত বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে এর প্রভাব না পড়লে বিজেপি’র খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারণ জনগণের স্মৃতি ভীষণ হ্রস্ব।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

নতুনকে নিতে হবে, দলের পুরনোদেরও মর্যাদা দিতে হবে : কর্ণেল সব্যসাচী বাগচি

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : “পায়ে পায়ে একটা অনিশ্চয়তার দিকে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি। বুঝে যন্ত্রণাহত হচ্ছি।“ প্রায় দু’দশক দলের সাধারণ সম্পাদক, সহ সভাপতি প্রভৃতি দায়িত্বে ছিলেন কর্ণেল সব্যসাচী বাগচি। এখন বয়স প্রায় ৮০। ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে একটা বিশেষ সাক্ষাৎকারে ভালবেসে দলকে সতর্ক করে দিলেন। বললেন, “আমার চেতনার আদিপর্ব থেকে সঙ্ঘের অনুসারি। নতুনকে নিতে হবে, এটা যেমন ঠিক, তেমনই দলের পুরনোদের মর্যাদা দিতে হবে। পরিবারে মা-বাবাকে স্বীকৃতি জানানোটা কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য, সনাতনি রীতি। মনে রাখতে হবে বিজেপি একটা পরিবার।“ পুরনোদের মর্যাদা বজায় রাখতে কীভাবে ‘রাঙ্কিং সিস্টেম’ করা দরকার, তার আভাষও দিলেন।

১৯৬৩-তে ফোর্ট উইলিয়াম আর ইলাহাবাদে জোড়া সাক্ষাৎকারের পর সব্যসাচীবাবু যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে। ২৭ বছর বাদে যখন স্বেচ্ছাবসর নিলেন, তখন বাহিনীর কর্ণেল। বললেন, “আরও বছর দশ কাজ ছিল। পুরো মেয়াদ করলে হয়ত মেজর জেনারেল হতাম। ১৯৯০-তে বাহিনী থেকে মুক্তি নিয়েই যোগ দিলাম বিজেপি-তে। তখন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর তপন শিকদার যখন রাজ্য সভাপতি, তাঁকেও সহায়তা করার সুযোগ পেয়েছি। জলুদার (মুখার্জি) আমলে পুরোটা ছিলাম সহ সভাপতি। তখন এত পদ ছিল না। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হত।” আর এখন দল কীভাবে, কতটা বদলেছে? সব্যসাচীবাবুর কথায়, “স্কুল থেকেই আর এসএস করতাম। পরে ফৌজে বেড়িয়ে গেলাম। সেনাবাহিনী থেকে মুক্তির পর প্রায় দু’দশক, ২০০৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য বিজেপির অন্যতম নীতিনির্ধারক ছিলাম। টাকাপয়সা ছিল না, কষ্ট করে চালাতে হত। তখন ছিল ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। এখন পরিবার অনেক বড় হয়েছে। দলে স্বার্থান্বেষিরা ঢুকছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করতাম। নানাজী দেশমুখ, অটলবিহারি বাজপেয়ীদের পেয়েছি। ওঁদের পথ থেকে দল বিচ্যুত হয়েছে।“ কিসের বিচ্যুতি? সব্যসাচীবাবুর কথায়, “সেই আন্তরিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক, আদর্শ, নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি, একাত্ম মানববাদ এসব এখন আর নেই। সব ভুলে যেনতেন প্রকারেন ক্ষমতায় থাকা বা আসাই যেন লক্ষ্য।“ কিন্তু কালের নিয়মে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? প্রাক্তন সেনাকর্তার জবাব, “সেটা ঠিক! পাওয়ার পলিটিকস রাজনীতির চালচিত্র বদলে দিয়েছে। একটা ক্লেদাক্ত পরিবেশ! মূল্যবোধের অভাব। আসল লক্ষ্য গদি। তাহলে তো দ্রুত পায়ে পায়ে এগিয়ে আসবে শেষের সেদিন! এই ভ্যালুলেস পলিটিক্স করেই শেষ হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। কেরলে মাঝে মাঝে জমানা বদলায় বলে সিপিএম কিছুটা টিঁকে আছে।

“ কিন্তু সঙ্ঘের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়ার নজীর কিন্তু তৈরি করেছেন আপনি? হ্যাঁ, ২০১০-এর গোড়ায় আমি তৃণমূলে যোগ দিই। লক্ষ্য ছিল সিপিএমের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান করা। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সাত বছর রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। ২০১৮-র মার্চ মাসে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অব্যাহতি নিই। মূলত আমার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য।“ তারপর আর বিজেপি-তে ফেরার চেষ্টা করেননি? “না। তবে, দলের নানা অনুষ্ঠানে যাই।“

সামনে নির্বাচনে তো বিজেপি-র অগ্নিপরীক্ষা! কীভাবে দেখছেন এই মহারণকে? সব্যসাচীবাবু বলেন, “একটা বড় পরিবর্তন দরকার, যাকে বলে প্যারাডাইম শিফট।

না হলে ‘সোনার বাংলা’ ফেরানো যাবে না। বিধান রায়ের আমলের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমঅবনতি দেখছি। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সমানে সংঘাত। এ জিনিস উন্নত দেশে হয়না। এই ভোটে বিজেপি-র জেতাটা খুব দরকার। অন্যথায় কেবল অনুন্নয়ন নয়, গভীর আঁধারে ডুবে যাবে রাজ্যটা। তৈরি হবে পশ্চিম বাংলাদেশ। ইতিহাসে বিলীন হয়ে যাবে একটা সভ্যতা।“

দল অনেক বড় হয়েছে। কোনও পরামর্শ দেবেন? সব্যসাচীবাবু বলেন, “নতুন অনেকে দলে আসছে। আমি মানছি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। কিন্তু পরে দুটো কাঁটাকেই সময়মত ফেলে দিতে হবে! না হলেই মুস্কিল! কাজটা খুব কঠিন। ভয় হচ্ছে সেকারণেই। সেদিকে নজর রাখতে হবে। আর ওই যে, বিজেপি কিন্তু একটা পরিবার। এ কথাটা মনে রাখতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে সনাতন মূল্যবোধকে।‘

মোদী মিথ্যেবাদী, কিম্ভূতকিমাকার, শাহ হোদল কুতকুত ফের প্রশ্নের মুখে তৃণমূলনেত্রীর শালীনতাবোধ

অশোক সেনগুপ্ত

“এই দেশে এখন দু’টো নেতা। একটা নেতা হচ্ছে হোদল কুতকুত। আরেকটা নেতা হচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার। গায়ের জোর দেখাচ্ছে।“বুধবার সাহাগঞ্জের সমাবেশে নির্দিষ্টভাবে কারও নাম না করে এই মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বার বার মুখ্যমন্ত্রী কখনও প্রধানমন্ত্রী, কখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কখনও বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতিকে কটু কথা বলছেন। সুধীমহলে প্রশ্ন উঠছে এ নিয়ে। গত ১০ ডিসেম্বর কলকাতার মেয়ো রোডে তৃণমূলের কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে তৈরি ধরনা মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “মমতা বলেন ‘নৌটঙ্কি’ করছে বিজেপি। কোন দিন চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কোনও দিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনও দিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনও দিন চাড্ডা, নাড্ডা, ফাড্ডা, গাড্ডা, ভাড্ডা চলে আসছে। একা প্রোগ্রাম করবে, কেউ আর করবে না। আর যেদিন করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে কী করে ন্যাশনাল নিউজে ভাল করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহা রে...”মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাষার সমালোচনা করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রমুখ। বিমানবাবু বলেন, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাউকে নিশানা করে উত্তেজিতভাবে যখন চাড্ডা, গাড্ডা, ফাড্ডা, ভাড্ডা বলেন, সেখানে তাঁর মন্তব্য করা উচিত নয়। চাড্ডার অর্থ পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি ছাড়া চাড্ডা হয় না। যে ভাবে ছন্দ মিলিয়ে বলা হয়েছে, তাতে পরিণাম খারাপ হবে। বিষয়টি জাতীয় সংহতির পক্ষেও খুব বিপজ্জনক। যেমন মুখ্যমন্ত্রী, তেমনই বক্তব্য। আমি শুনেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি একজন ভাষাবিদ। মুখ্যমন্ত্রী গরমেন্ট কথাটা আজ পর্যন্ত সংশোধন করলেন না। সবসমই বলে আসছেন গরমেন্ট। এই পরিস্থিতিতে গভর্নেন্স কোথা থেকে আসবে। ইংরেজি কীভাবে বলতে হয়, তিনি (মমতা) জানেন না। হরিনাথ দে বিখ্যাত ভাষাবিদ। তারপর ভাষাবিদ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই প্রসঙ্গে নড্ডা বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন আমলে বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রসাতলে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের ভাষাই ওঁর মানসিকতার পরিচয় দেয়। আমি শুনলাম উনি আমাকে অনেক নাম দিয়েছেন। মমতাজি, এটাই বলে দেয় আপনি কোন সংস্কৃতিকে লালন করেন। এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়।”মুখ্যমন্ত্রী বুধবার বলেন, “সরকার চালাচ্ছে একটা দৈত্য, আরেকটা দানব’। নাম না করে মোদি-শাহ জুটিকে কটাক্ষ করেন মমতা। মোদীর নাম নিয়ে সরাসরি তাঁর কটাক্ষ, ”গায়ে ময়লা লেগে রয়েছে।” ‘পাজি’ বলে তাঁদের কটাক্ষ করে মমতার আক্রমণ, ”১৮ টি আসন পেয়েই নাচানাচি করছে।“ এ ছাড়াও বলেন, “এখন ফিতে কাটছে। এই সব প্রকল্প আমি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন করে দিয়ে গেছি। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিথ্যে কথা বলেন। আমি প্রধানমন্ত্রী শব্দটা বলতে চাই না। কারণ উনি আজ আছেন, কাল চলে যাবেন।“ বলাই বাহুল্য, মমতার এই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে। মোটা ভাইকে মমতার ‘স্থূলতা-খোঁচা’ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে সম্প্রতি। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি পৈলানের জনসভায় তিনি অমিত শাহর নামোল্লেখ না করে বলেন, “মমতা দিদির মতো রাজনীতিক হতে গেলে তোমাকে হাজার বার জন্ম নিতে হবে। অত ফোলা ফোলা চেহারা, বেশ নাদুস-নুদুস, সুন্দর সুন্দর দেখতে, ফানুস ফানুস চেহারা, ফাটুস ফুটুস চেহারা, আমাদের মতো এসে লড়াই করো! যাও গিয়ে বাড়িতে বাসন মাজো। যাও গিয়ে ঘর মোছো। যাও গিয়ে ডান্ডার সঙ্গে লড়াই করো। যাও গিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করো।“ অর্থনীতির অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যর কথায়, “রাজনীতিতে কারও চেহারা বা শারীরিক গঠন নিয়ে কটাক্ষ করা চলে না। এর আগে এক জন নেতার নাম নিয়ে বিদ্রূপ করাটাও খারাপ লেগেছে। নেতারা এ ভাবে বললে তা জনরুচিকেও প্রভাবিত করে। বিভিন্ন অপশব্দ বা লঘু ভাবভঙ্গি ছাড়া কথা বলা না গেলে তা রাজনৈতিক বক্তৃতার দৈন্যের ছবিটাই প্রকট করে তোলে।“ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগীরা অবশ্য অনেকে জনসভায় তাঁদের দলনেত্রীর এ রকম মন্তব্য শিষ্টাচার-বহির্ভূত বা পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট বলে মনে করেন না। তাঁদের যুক্তি, এই ঘরানা আগেও ছিল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘ভালো’ আছেন করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। করোনা আক্রান্ত বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ‘ভালো’ আছেন। তার শারীরিক অবস্থাও ‘স্থিতিশীল’ রয়েছে।
সোমবার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ফিরোজায় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তার চিকিৎসক দলের প্রধান ডা. এফ এম সিদ্দিকী। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত করোনায় খালেদা জিয়ার শারীরিক কোনো জটিলতা দেখা যায়নি।
বেগম জিয়ার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ম্যাডামের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আজ পর্যন্ত যথেষ্ট ভালো আছে, আলহামদুলিল্লাহ। এভাবে এক সপ্তাহ গেলে বলা যাবে উনার শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত।’ ৪৮ ঘণ্টা পর পর খালেদা জিয়ার শারীরিক পরীক্ষা করা হচ্ছে বলেও জানান এফ এম সিদ্দিকী।
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় বিদেশ থেকে কোনো চিকিৎসক ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমাদের সঙ্গে ইউকে থেকে চিকিৎসক যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া বেগম জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমানও যুক্ত ছিলেন। তিনি সব কিছু তদারকি করছেন।’
বিএনপি চেয়ারপারসনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে কিনা জানতে চাইলে এফ এম সিদ্দিকী বলেন, ‘এখন পর্যন্ত তাকে বাসায় রেখে চিকিৎসা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে হাসপাতালে নেয়ার পরিস্থিতি দেখা দিলে সে প্রস্তুতিও আমাদের আছে। আমরা সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি।’ চিকিৎসক জানান, খালেদা জিয়া দেশের সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন, এবং বলেছেন সবাই যেন সাবধানে থাকে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে।
খালেদা জিয়ার বাসার বাকিরা কোথায় আছেন, তাদের কি অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সবাই কোভিড পজেটিভ। সবাইকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। ম্যাডাম শুধু নিজের না, অন্যরা ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছেন কিনা সেটাও খেয়াল রাখছেন। আমি দুতলা থেকে নেমে আসছিলাম, উনি ডেকে বললেন, দুজনকে দেখে আসার জন্য।’
এ সময় ডা. এফ এম সিদ্দিকীর সঙ্গে ছিলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও ডা. আল মামুন।

বোরখা নিয়ে তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : বোরখা নিয়ে তসলিমা নাসরিনের মন্তব্যে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রবিবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে তাঁর এই ভাবনা শেয়ার করা হয়েছে।
তসলিমা লিখেছেন, ‘‘ঠিক আরবের পোশাক নয়, বোরখা ইসলামের পোশাক। আরবে ইসলাম আসার আগে বোরখা বলে কিছু ছিল না। ইসলামকে নিরীহ বাঙালি মুসলমানদের মস্তিস্কের কোষে কোষে এমন গভীরভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গত দু’’দশক ধরে বাঙালি মুসলমান মেয়েরা বোরখাকে নিজের পরিচয়ের অংশ বলে মনে করছে, অথবা মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। ‘আমরা বৌদ্ধ, আমরা হিন্দু, আমরা খিস্টান, আমরা মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি’ সত্তর দশকে বাঙালিরা এই গানটা খুব গাইতো। এই গান কেউ আর এখন গায় বলে মনে হয় না। এখন বাঙালি পরিচয়ের চেয়ে বড় পরিচয় মুসলমান পরিচয়। এই পরিচয়টি যখন বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন বোরখার চল বাড়ে। দাড়ি টুপির প্রকোপ বাড়ে।
তুমি মসজিদ মাদ্রাসা বানিয়ে দেশ ছেয়ে ফেলবে, তুমি ইসলামি আইন রাখবে দেশে, তুমি সংবাধিনে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখবে, তুমি ইসলামি মৌলবাদীদের রাজনীতি করতে দেবে, তাদেরকে সংসদে বসতে দেবে, তাদেরকে অবাধে ওয়া মাহফিল আর ইসলামি জলসা করতে দেবে, তোমার চোখের সামনে ইসলামিকরণ হবে দেশটার, আন্তর্জাতিক মৌলবাদী-সন্ত্রাসী চক্র কাড়ি কাড়ি টাকা পাঠাবে দেশের যুব সমাজকে নষ্ট করার জন্য, যুব সমাজ নষ্ট হতে থাকবে আর তুমি শাড়ি পরে কপালে টিপ পরে সাহিত্য সংস্কৃতির ছোট একটা শহুরে গোষ্ঠির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে স্বপ্ন দেখবে বাঙালির বাঙালি পরিচয়টা বড় মুসলমান পরিচয়ের চেয়ে, তা কী হয়! এ তো রীতিমত জেগে ঘুমোনোর মতো!
মেয়েদের বোরখা পরার অর্থ হল, মেয়েরা লোভের জিনিস, ভোগের বস্তু, মেয়েদের শরীরের কোনও অংশ পুরুষের চোখে পড়লে পুরুষের যৌন কামনা আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে, লোভ লালসার বন্যা নামে, ধর্ষণ না করে ঠিক শান্তি হয় না। পুরুষদের এই যৌনসমস্যার কারণে মেয়েদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হবে। এই হলো সপ্তম শতাব্দিতে জন্ম হওয়া ইসলামের বিধান। এই বিধান বলছে, পুরুষেরা সব অসভ্য, সব বদ, সব যৌন কাতর, ধর্ষক, তারা নিজেদের যৌন ইচ্ছেকে দমন করতে জানে না, জানে না বলেই শরীরের আপাদমস্তক ঢেকে রাখার দায়িত্ব মেয়েদের নিতে হয়। সত্যি কথা বলতে কী, বোরখা মেয়েদের যত অপমান করে, তার চেয়ে বেশি করে পুরুষদের। বোরখার প্রতিবাদ পুরুষদেরই করা উচিত।’’হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আশৈশব একটা বিশেষ পরিবেশে বেড়ে ওঠায় ঋদ্ধ হয়েছি : পৃথা তা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিএম-এর সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী পৃথা তা এই মুহূর্তে গবেষণার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তিনি যে শান্তির পক্ষে সওয়াল করছেন, ২০১২-র ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা ৫০-এ তাঁদের পরিবার থেকে তা এক রকম হারিয়ে গিয়েছে। ওই সময়ে বর্ধমান সদরের দেওয়ানদিঘিতে সিপিএমের জোনাল পার্টি অফিসের সামনে খুন হন পৃথার বাবা প্রদীপ তা ও সিপিএম নেতা কমল গায়েন। সেই পৃথা এবার প্রার্থী বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে। ইতিমধ্যেই মিছিলে মিছিলে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে ঝড় তুলেছেন।
নিজের পারিবারিক পরিচয়ের কথা জানাতে গিয়ে ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বললেন, আমার জন্মের আগে থেকেই বাবা-মা সিপিএম করতেন। একমাত্র সন্তান। ঋদ্ধ হয়েছি আশৈশব একটা বিশেষ পরিবেশে বেড়ে ওঠায়। বাবা কাজ করতেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার যখন ১ বছর বয়স, উনি সেই কাজ ছেড়ে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হন। ২০০৬-এ বর্ধমান উত্তর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন। সে বছরেই মা একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পান। মা ছিলেন এবিটিএ-র সক্রিয় সদস্য। গত নভেম্বরে উনি অবসর নিয়েছেন।
পৃথার কথায়, রাজনীতি আমার উপর কখনই আরোপিত হয়নি। আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই করি। এই কাজ আমায় কখনও হতাশাগ্রস্ত করে তোলেনি। অবসাদে থাকা রাজনৈতিক পরিসরের বাইরের অনেক বন্ধুরাও আমাদের শ্রমজীবী ক্যান্টিনে কাটিয়ে মন ভালো করে বাড়ি ফিরেছে। তাই সংগঠনের কাজ করতে আমার মন খারাপ হয় না বরং আমি ভালো থাকি। স্থানীয় পৌর বিদ্যালয় ও একটি বেসরকারি কলেজে পাঠ শেষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণসংযোগে স্নাতকোত্তর করেন পৃথা।
রাজনৈতিক ভাবনার আদিপর্বের কথায় এই প্রতিবেদককে জানালেন, ‘‘স্কুল থেকেই এসএফআই করি। দুটো টার্ম সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য। সংগঠনের মাসিক মুখপত্র ‘ছাত্র সংগ্রাম’-এর সাব এডিটর। স্কলারশিপের পরীক্ষায় বসেছি, বা বসছি।’
সিপিএম প্রার্থী করায় দায়িত্ববৃদ্ধির কথা স্বীকার করে পৃথা বলেন, দল ভরসা করেছে, তা তো বড় কথা বটেই। কিন্তু, মিছিলে হাঁটা কিংবা মানুষের সঙ্গে থাকার এই অভ্যাসটা আমার বরাবরের। ১২ মাস তাই করি আমি। হয়তো ফরম্যাট এক্ষেত্রে আলাদা। তাছাড়া ভোটে লড়ছি বলে আলাদা করে অনেকেই সাবধান করছেন। তবে তা তেমন গায়ে লাগছে না। যাদের চাকরির যোগ্যতা নেই কিন্তু লোকের টাকা লুঠ করে বাড়ি, গাড়ি বানিয়েছেন, জিতলে ওই সমস্ত বিক্রি করে অসহায়দের টাকা ফেরৎ দেব’। তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তোলাবাজি, বিভাজনের অভিযোগ তুলে জিতলে বর্ধমান থেকে তোলাবাজি বন্ধ করে দেওয়ার বার্তা দেন পৃথা। বলেন, ’ শিক্ষিত বেকারদের মুখে ভাতা ছুঁড়ে সাময়িক উপশমের রাজনীতি করছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বেকারত্ব নির্মূল করার রাজনীতি করেননি। আমাদের লড়াই এইসবের বিরুদ্ধেই। হাতের কাজ, পেটের ভাত নিয়ে খেলা চলছে। ভোটে জিতি বা হারি, ঝান্ডার রং কোনও দিন পরিবর্তন হবে না। কাজের সুযোগ পেলে অন্যের সমস্যাকে নিজের সমস্যা ভাবব। বর্ধমানকে শিশুর খেলার বাসযোগ্য করে তুলব।’
১৯৫১ থেকে ২০০৬-এ ১৪টি বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ১১টি-তে জিতেছে বামেরা। ’৫১, ’৫৭ ও ’৭১-এ এই কেন্দ্রে বিধায়ক হন শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরী। আবার ১৯৮৭, ২০০১ ও ’০৬-এ জেতেন নিরুপম সেনের মত হাই প্রোফাইল নেতা। ’১১-তে তাঁকে (প্রাপ্ত শতাংশ ৩৭.৮৯) হারিয়ে দেন তৃণমূলের রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (৫৭.৭০ শতাংশ)। ’১৬-তেও জেতেন রবিবাবু (৪৭.৩৪ শতাংশ)। সিপিএম পায় ৩২.১৭ শতাংশ। অর্থাৎ, পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হয়। শাকের ওপর বোঝার আঁটির মত ওই দুই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ভোট ৩.০২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ৮.৩৪ শতাংশ। সর্বোপরি গত লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে জিতেছে বিজেপি। ওই ভোটে এই বিধানসভায় বিজেপি-তৃণমূল লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি।
এই পরিসংখ্যানের পরেও জেতার আশা করছেন পৃথা। তিনি বলেন, ‘‘লালঝান্ডা ঠিক কী কী করতে পারে তার উদাহরণ আমরা রেখেছি। রাজ্যজুড়ে রেড ভলান্টিয়ার্স সেই নজির রেখেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে শ্রমজীবী ক্যান্টিন, শ্রমজীবী বাজার, মানুষের ঘরে ঘরে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, চাল-ডাল পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা সকলেরই জানা। সরকার তখন আমফানের ত্রিপল চুরি করতে ব্যস্ত ছিল।’ পৃথার কথায়, এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপি-র জমি শক্ত করেছে। এই নকল লড়াইয়ের মাঝখানে ওরা প্রতিপন্ন করার মরিয়া চেষ্টা করছে বামেরা আর অবশিষ্ট নেই। একই মুদ্রার দু’’টো পিঠ। এদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বামেরাই লড়ছে। সাত শতাংশ হয়েও আমরা কী কী করতে পারি তার একটা ট্রেলার চলেছে। আমার তো আর দলবদলের গল্প নেই। প্রদীপ তা কিংবা কমল গায়েনের খুনিদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত রাগ নেই। আমার শ্রেণীঘৃণা আছে। যে রাগ সালকু সোরেন, তিলক টুডু, সুদীপ্ত গুপ্ত, স্বপন কোলে কিংবা মইদুল মিদ্যার খুনিদের উপর আছে, সেই রাগই বাবার খুনিদের উপর আছে। কোনও ব্যক্তির উত্তরাধিকার হয় না। মার্কসবাদের শিক্ষা অনুযায়ী, লড়াইয়ের উত্তরাধিকার হয়। পৃথা বলেন, প্রদীপ তা-র মেয়ের চেয়েও তাঁর বড় পরিচয় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী।
ওই ঘটনায় দুই তৃণমূল নেতা দেওয়ানদিঘির মির্জাপুরের বাসিন্দা পতিতপাবন তা এবং গৌতম হাজরা, পতিতপাবনের ছেলে সুরজিৎ-সহ মোট ২২ জনের নামে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এখনও ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি। অভিযুক্তেরা জামিনে মুক্ত। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের ভোট আগামী ১৭ এপ্রিল।

দৈনিক আক্রান্ত বেড়ে ১.৬৮-লক্ষাধিক ভারতে করোনায় মৃত্যু ১৭০,১৭৯

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। বাড়তে বাড়তে ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১.৬৮-লক্ষাধিক দেশবাসী। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৮,৯১২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৯০৪ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ১২.০১-লক্ষের (৮.৮৮ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৫,০৮৬ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,২১,৫৬,৫২৯ জন করোনা-রোগী (৮৯.৮৬ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১,৬৮,৯১২ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৫,২৭, ৭১৭-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯০৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭০,১৭৯ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ০১ হাজার ০০৯ জন (৮.৮৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ৯২, ৯২২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৬৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৯,৩৩,৪১৮ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এক কর্মশালা। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা-আবহে হরিদ্বারে মহা কুম্ভমেলা, হর কী পৌরিতে শাহিস্নান সাধু ও ভক্তদের

হরিদ্বার, ১২ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তে যখন গোটা দেশ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত, এই সময়ে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় ধরা পড়ল ভিন্ন ও আতঙ্কের চিত্র। সোমবার কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী ও সাধুরা শাহি স্নান করলেন হরিদ্বারের গঙ্গায়। ফলে হর কী পৌরি-সহ সর্বত্রই কোভিড বিধি প্রায় শিকেয় উঠেছে। সকাল সাতটা পর্যন্ত শাহি স্নান করেন সাধারণ ভক্তরা, এরপরই হর কী পৌরিতে শাহি স্নান করেন জুনা আখারার সাধুরা, শাহি স্নান করেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধুরা। আশ্চর্যের বিষয় হল, সামাজিক দূরত্ব তো দূর অস্ত বহু পুণ্যার্থীর মুখে মাস্ক পর্যন্ত ছিল না।
স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোভিড বিধিনিষেধকে যেন ‘প্রহসনে’ পরিণত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সামাজিক দূরত্ব অগ্রাহ্য করে, মাস্ক না পরে ঘেঁষাঘেষি ভাবে গঙ্গায় স্নান করেছেন। প্রতি ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী শাহি স্নানের জন্য আসেন হরিদ্বারে। কিন্তু এ বারের কুম্ভমেলা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে হচ্ছে। দেশে করোনার প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তাই গঙ্গার সমস্ত ঘাটে কোভিড বিধি মেনে চলার নির্দেশিকা জারি করেছে প্রশাসন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বড় জমায়েত এড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু পুণ্যার্থীদের অনেকেই বলছেন, বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। বাস্তবেও তাই দেখা গেল।

উত্তর প্রদেশের এটাহতে ট্রাক-গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৩, আহত ৮ জন

এটাহ, ১২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীবোঝাই গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, এছাড়াও আরও ৮ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। সোমবার ভোর চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এটাহ জেলার বাকেওয়ার থানা এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য গাড়িতে চেপে ঝাঁসি অভিমুখে যাচ্ছিলেন গাড়ির আরোহীরা, গাড়ির চাকা পাঞ্চার হয়ে যাওয়ায় ২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ধাবার কাছে গাড়ির ভিতরে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন, সেই সময় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ৩ জনের। এই দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন যোগী।
মেডিক্যাল সুপার ডাঃ পীযূষ জানিয়েছেন, ’দিল্লি থেকে গাড়িতে ঝাঁসি যাচ্ছিলেন হতাহতরা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্যই তাঁরা ঝাঁসি যাচ্ছিলেন। গাড়ির চাকা পাঞ্চার হয়ে যাওয়ায় ২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ধাবার কাছে গাড়িটি দাঁড় করানো হয়, গাড়ির ভিতরেই বসে ছিলেন যাত্রীরা। আচমকাই একটি ট্রাক গাড়িতে ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, তাঁদের মধ্যেই ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, বাকি ৮ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের মধ্যে একজনের নাম সন্দীপ, তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নিউদিল্লি থেকে ঝাঁসি যাচ্ছিলেন তাঁরা।

হিমাচলের কুল্লুতে খাদে পড়ে গেল গাড়ি, অকাল-মৃত্যু পৌঢ় দম্পতির

কুল্লু (হিমাচল প্রদেশ), ১২ এপ্রিল (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গাড়ি। রবিবার রাতের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পৌঢ় স্বামী ও স্ত্রীর। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই পরিবারের আরও ৩ জন সদস্য। আহতদের মধ্যে ওই দম্পত্তির ২৪ বছরের মেয়ে, ৩০ বছরের পুত্রবধূ এবং ৮ বছরের নাতি রয়েছে। তাঁদের কুল্লুর রিজিওনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সকলের বাড়ি হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায়।
কুল্লুর পুলিশ সুপার গৌরব সিং জানিয়েছেন, রবিবার রাতে বাঞ্জার মহকুমার অন্তর্গত ঘিয়াগির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় একটি গাড়ি। পাহাড়ি রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে পড়ে যাওয়ায় গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় দু’’জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩ জন। তাঁদের কুল্লুর রিজিওনাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অন্ধকার রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ভারতে ২৫.৭৮-কোটির ঊর্দ্ধে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী বেড়ে ৮.৮৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৫.৭৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ এপ্রিল সারা দিনে ১১,৮০,১৩৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৫,৭৮,০৬,৯৮৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। ২৫, ৭৮,০৬,৯৮৬ করোনা-পরীক্ষার মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৮,৯১২ জন।
করোনার বাড়বাড়ন্তে চিন্তা প্রতিদিনই বাড়ছে ভারতে, দেশে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৯২, ৯২২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৫,০৮৬ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৭০, ১৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯০৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,২১,৫৬, ৫২৯ জন (৮৯.৮৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৯২,৯২২ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১২,০১,০০৯ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৮.৮৮ শতাংশ)।

ভাটপাড়ায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ, পলাতক দু’’জন

ভাটপাড়া, ১২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় এ বার বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার হানা দিয়ে বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ পেয়েছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র, গুলির খোল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের বেশ কয়েকটি কাঠামো। এ ছাড়াও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির অত্যাধুনিক মেশিন ও সরঞ্জামও উদ্ধার করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে খবর, কাঁকিনাড়ার ভাটপাড়া থানা তথা পুরসভার কলাবাগান এলাকা রবিবার হানা দেয় পুলিশের একটি দল। তাতেই ওই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ওই কারখানার হদিশ মেলে। এই ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক দু’’জন। এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

কোভিডে মৃত্যু অফিসারের, মহারাষ্ট্রে করোনা কেড়েছে ১০১ জন পুলিশের প্রাণ

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রে আরও একজন পুলিশ অফিসারের প্রাণ কেড়ে নিল করোনাভাইরাস। এবার করোনায় মৃত্যু হয়েছে মুম্বইয়ের ভাকোলা থানার, বছর ৫৪-এর একজন পুলিশ অফিসারের। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর বি কে সি জাম্বো কোভিড সেন্টারে চিকিৎসা চলছিল ওই পুলিশ অফিসারের। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওই পুলিশ অফিসার।
সোমবার মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯ সংক্রমিত হওয়ার পর মৃত্যু হয়েছে মুম্বইয়ের ভাকোলা থানার, বছর ৫৪-এর একজন পুলিশ অফিসারের। বি কে সি জাম্বো কোভিড সেন্টারে চিকিৎসা চলছিল ওই পুলিশ অফিসারের। এই পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে এখনও করোনা কেড়েছে ১০১ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ।

ভয় বাড়াচ্ছে করোনা! কোভিডে সংক্রমিত সুপ্রিম কোর্টের বহু কর্মী সদস্য

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের কাজেও এবার প্রভাব ফেলল করোনা। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বহু কর্মী সদস্য। তাই নিজ নিজ বাড়িতে থেকেই মামলার শুনানি করবেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতের বহু কর্মীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের কর্মীদের মধ্যে এই পরিমাণে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আপাতত বাড়ি থেকেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত মামলার শুনানি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আদালত চত্বর, আদালতের সব ঘর জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ চলছে। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে আদালতের সিঙ্গল বা ডিভিশন বেঞ্চগুলো বসবে। ডিইউ, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, ১০.৩০-এ সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চের বসার কথা ছিল সেই বেঞ্চ বসেছে ১১.৩০ মিনিটে এবং এগারোটায় যে বেঞ্চের বসার কথা ছিল সেই বেঞ্চ বসেছে দুপুর বারোটায়।

ব্রাজিলে অনেকটাই কমল করোনা-সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যুও কমে ১,৮২৪

রিও ডি জেনেইরো, ১২ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে একধাক্কায় অনেকটাই কমল দৈনিক করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১ হাজার ৮২৪ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭,৫৩৭ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৮২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৯৩-তে পৌঁছেছে।
করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় ৪০-হাজারের নীচে নেমে এসেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৩৭,৫৩৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৩,৪৮২,৫৪৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,৮৮০,৮০৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২,৪৮,৪৪৭ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২৭৬ জনের, আমেরিকায় নতুন করোনা-আক্রান্ত ৪০,৮৬৪

ওয়াশিংটন, ১২ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় কমেই চলেছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৩০০-র নীচে পৌঁছে গেল। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭,৮৬৪ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৭৬ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,৯১৮,৫৯১-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৭৬ জন বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮২৯ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ হাজার ৮৬৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৭৬ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৯১৮,৫৯১-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪,৪৮০,৫২২ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬,৮৬২,২৪০ জন।

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

আলুর ভালো মন্দ যাচাই

আলু খেয়ে ভাতের ওপর চাপ কমাতে চাইলে বরং জেনে নিন ভালো আলু চেনার উপায়।

আগে যা করতে হয়নি এখন এই গৃহবন্দি জীবনে হয়ত অনেক কিছুই করতে হচ্ছে।

বাজার করা, সবজি সংরক্ষণ বা রান্না করার মতো বিষয়গুলো যাদের ক্ষেত্রে নতুন তারা-সহ সবাকেই জানানোর জন্য আলু-বিষয়ক সাধারণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।

আর তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৃষি ও পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

হয়ত অনেকেই ভাববেন এত সবজি থাকতে আলু কেন?

কারণ আলু এমনই এক সবজি যা যেকোনভাবেই খাওয়া যায়। সহজে রান্না করা যায়। আর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে টেকেও অনেকদিন।

আলু খারাপ কিনা তা বোঝার উপায়

আলুতে কোনো রকম ছত্রাক দেখা দিলে তা কোনোভাবেই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ ছত্রাকের অংশ কেটে ফেললেও এর ভেতরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে।

যদি আলু কিছুটা নরম হয় বা অঙ্কুরিত থাকে তাহলে কী করবেন? মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আলু দেখতে টানটান লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রান্না করা যাবে। আলুর ৮০ শতাংশ পানি। তাই নরম হওয়ার মানে হল আলুর ভেতর পানি শুকাচ্ছে। তবে খুব বেশি নরম বা সংকুচিত হলে তা না খাওয়াই ভালো।

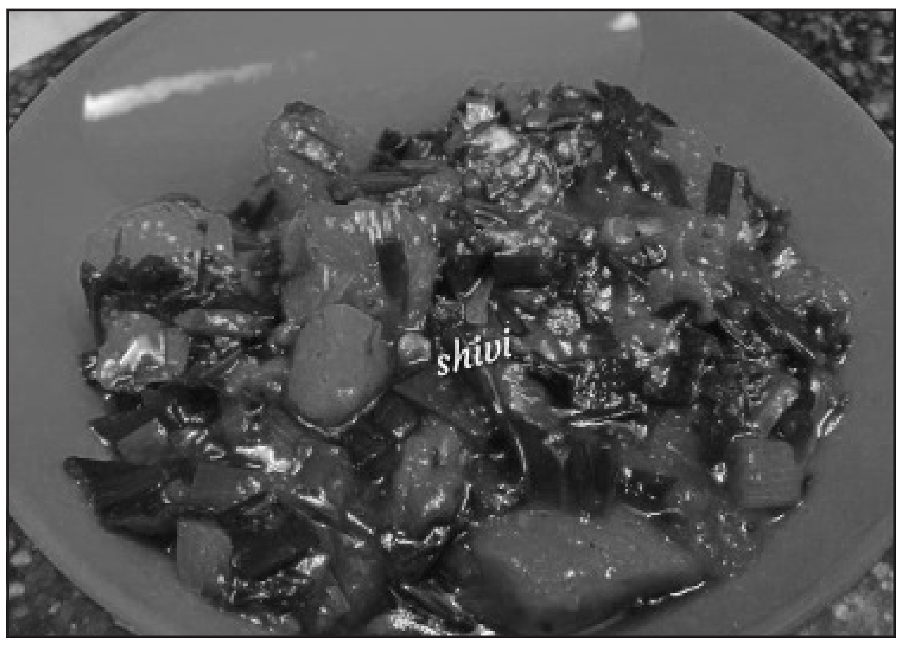

সবুজাভ রং হলে

আলুর রং সবুজ হয়ে আসলে তা খাওয়া ঠিক নয়।

'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে অনুসারে, আলুর ওপরে সবুজভাব দেখা দেওয়া মানে হল এতে বিষাক্ত যৌগ সোলেনিন রয়েছে। যা মাথা ব্যথা, বমি-বমিভাব এবং স্নায়ুবিক নানান সমস্যার কারণ হতে পারে।

ইউএসডি আরও জানায়, সবুজভাব যদি কেবল আলুর ত্বকে দেখা দেয় তবে তা ফেলে দিয়ে আলু খাওয়া যাবে। কিন্তু আলুর ভেতরের অংশে যদি সবুজভাব প্রবেশ করে তবে তা না খাওয়া উচিত। কারণ এই অংশ তিতা স্বাদযুক্ত।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে আলু কয়েক সপ্তাহ এমনকি এক মাসও ভালো থাকে।

- কেনার সময় দাগ মুক্ত, কাটা বা ছোপ নেই এমন আলু বেছে নিন।
- কেনার পরে আলু প্লাস্টিকের ব্যাগে না রেখে বাতাস চলাচল করে এমন প্যাকেটে রাখুন।
- রান্নার প্রয়োজন ছাড়া আলু ধোয়া যাবে না। আলুর খোসার ওপর জমে থাকা ময়লা একে অকালে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ অবস্থায় আলু সংরক্ষণ করা হলে তা ছত্রাকের সৃষ্টি করতে পারে।
- আলু ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন, ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় নয়। ৪৫-৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইট তাপমাত্রা আলু সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। খুব বেশি শীতল স্থানে (রেফ্রিজারেটরে) রাখালে তা আলুর স্বাদ ও গঠনে পরিবর্তন আনে। ৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইটের ওপরে আলু সংরক্ষণ করা হলে তা আলুর পানিশূণ্যতার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে আলু সবুজ হয়ে যেতে পারে। তাই একে সূর্যালোক থেকে খনিকটা দূরে অন্ধকার স্থানে রাখা উচিত।
- আলু ও পেঁয়াজ কখনই এক সঙ্গে রাখবেন না। কারণ পেঁয়াজ এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে যা আলুর দ্রুত পচনের জন্য দায়ী।

পেঁয়াজ সংরক্ষণের উপায়

দাম দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যেন বহুদিন টেকে সেজন্য রাখতে হবে শুষ্ক পরিবেশে।

আস্ত পেঁয়াজ আর খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলাদা।

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

শুষ্ক রাখতে হবে: পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রথম শর্ত হল এটা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। এতে পেঁয়াজ অনেকদিন সজীব এবং ভালো থাকবে।

ঝুড়িতে রাখা: প্লাস্টিকের ব্যাগ বা রেফ্রিজারেইটরে রাখার চেয়ে ঝুড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা ভালো। না হলে পেঁয়াজের সতেজ ভাব কমে যায় এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে রাখা হলে তার মানও খারাপ হয়ে যায়। ঝুড়িতে পেঁয়াজ রাখতে না পারলে জালের ব্যাগ বা বাঁশের তৈরি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁয়াজের আচার: পেঁয়াজ অনেকদিন ভালো রাখার আরেকটি উপায় হল তা আচার করে রেখে দেওয়া। একটা কাচের পাত্রে ভিনিগার, লবণ ও মসলা দিয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করুন। এটা খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি অনেকদিন ভালোও থাকবে।

রেফ্রিজারেটরে নয়: আস্ত, খোসা সহ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে তা ভুলেও রেফ্রিজারেইটরে রাখা যাবে না। কারণ এটা আর্দতা, গ্যাস, ময়েশ্চারাইজার ইত্যাদি শুষে নিয়ে দ্রুত পচন ধরে। তাই পেঁয়াজ অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করুন।

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ: এই ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি কার্যকর নয়। বরং পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বায়ুরোধী পাত্রে রেফ্রিজারেইটরে সংরক্ষণ করলে অনেকদিন ভালো থাকবে।

রান্না করা পেঁয়াজ সংরক্ষণ: খাবারের স্বাদ বাড়াতে পেঁয়াজের জুড়ি নেই। খাবার মজাদার করতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, ভেজে তা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। তবে ভাজা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে খেয়াল রাখবেন তাতে যেন কোনো রকম পানি জমাট বেঁধে না থাকে। আর্দতা পেঁয়াজের সতেজভাব ও উপকারিতা নষ্ট করে ফেলে।

করোনাভাইরাস: এখনও যা জানার বাকি

ঘরবন্দি মানুষের মনে হতেই পারে, এই দুঃসময় চলছে বহু যুগ ধরে; কিন্তু এই বিশ্ব আসলে নতুন করোনাভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

এই তিন মাসে নভেল করোনাভাইরাস বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপরও এ ভাইরাসের অনেক দিক এখনও তাদের বোঝার বাকি।

আতঙ্ক আর সচেতনার অভাবে মানুষ কান দিচ্ছে নানা গুজবে। বিজ্ঞানীদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজছে পুরো বিশ্ব।

এক প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রশ্ন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবিসি।

আসলে আক্রান্ত কত?

এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

ইতোমধ্যে পরীক্ষা করে লাখ লাখ মানুষের শরীরে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে গবেষকদের অনেকেরই ধারণা, ওই সংখ্যাটি মোট আক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

শীতকালে জ্বর-সর্দি সহজেই কাবু করে মানুষকে। গরমে এই সমস্যা কম হয়। তবে গরমকালে নভেল ভাইরাসের সংক্রমণ কমবে কি না- নিশ্চিত করে তার উত্তর দেওয়ার মত প্রমাণ গবেষকরা এখনও পাননি।

যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতু বদল এই ভাইরাসের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তা সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ফ্লুর ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে প্রভাব, তারচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গরমে যদি সংক্রমণের হার সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়, তাহলে এই আশঙ্কাও থাকবে যে শীতে হয়ত সংক্রমণের হার আবার বেড়ে যাবে। আর ওই সময়টায় এমনিতেই হাসপাতালে সাধারণ ফ্লুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

কারো কারো অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় কেন?

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃদু অসুস্থতা অনুভব করেন। তবে ২০ শতাংশের অসুস্থতা গুরুতর রূপ পায়।

এর একটি কারণ হতে পাারে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা

বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেই সব রোগীদের সংখ্যা, যাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু উপসর্গ সেভাবে প্রকাশ পায়নি।

কারও শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণভাবে তার শরীরে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যদি সেই এন্টিবডি তৈরি করার একটি ভালো পদ্ধতি পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আক্রান্তের সংখ্যা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কতটা প্রাণঘাতী এ ভাইরাস?

কত মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটেছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলে মৃত্যুহারও সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান হিসাব ক রে বলা যায়, এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার ৫ শতাংশের কম। তবে আক্রান্ত হলেও উপসর্গ দেখা যায়নি এমন রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুহার কমে আসবে।

উপসর্গ আসলে কী কী

জ্বর ও শুকনো কাশিই নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গ, যেগুলো থাকলে সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়া গলাব্যথা, মাথাব্যথা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার মত উপসর্গের কথাও এসেছে। কিছু ঘটনায় রোগীর গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কথাও এসেছে।

আবার সর্দি কিংবা হাঁচির মত উপসর্গ, যেগুলো সাধারণ ফ্লুতে দেখা যায়, সেরকমও অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

গবেষণা বলছে, উপসর্গ প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকেই হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে ভাইরাসটি বহন করছেন এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের থেকে এই ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু?

শিশুদের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই ভাইরাসে শিশুদের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর হার অন্য বয়সশ্রেণির তুলনায় অনেক কম।

ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে, শিশুদের থেকে বড়দের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তারা বড়দের কাছে যায়, মাঠে খেলতে যায়।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল বাড়িয়ে চলা কভিড-১৯ শিশুদের মাধ্যমে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে।

নভেল করোনাভাইরাস কোথা থেকে এল

গত ডিসেম্বরের শেষে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে এক বাজার থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীও কেনাবেচা হত।

সার্সের করোনাভাইরাসের জ্ঞাতি ভাই এ নতুন ভাইরাসকে সার্স-সিওভি-২ নামেও ডাকা হচ্ছে। বাদুরে এই ভাইরাস দেখা গেলেও একটি মধ্যবর্তী কোনো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেই যোগসূত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে। আর যতদিন তা অজানা থাকবে, নতুন প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

গরমে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে?

যার যত সক্রিয়, তার মধ্যে অসুস্থতার মাত্রা হয়ত তত কম। এক্ষেত্রে জেনেটিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়গুলো বোঝা গেলে রোগীকে আইসিইউতে না রেখেও চিকিৎসা দেওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে।

একবার সেরে উঠলে আবার হতে পারে?

এ বিষয়ে যত জল্পনা কল্পনা আছে, প্রমাণ তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একবার জয়ী হলে, সেই এন্টিবডি যে স্থায়ী হবে, সেই নিশ্চিয়তাও তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাদের মধ্যে কারও কারও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছু জায়গায় এসেছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নেগেটিভ আসায় রোগীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও হয়ত তার মধ্যে সংক্রমণ ছিল।

আর এই ভাইরাসের সঙ্গে গবেষকদের পরিচয় যেহেতু মাত্র তিন মাসের, সেহেতু নিশ্চিত করে কিছু বলার মত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও গবেষকদের হাতে নেই।

তবে ভবিষ্যতে এ ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্যই এন্টিবডির বিষয়ে ফয়সালা হওয়াটা জরুরি।

এ ভাইরাস কি নিজেকে বদলাচ্ছে?

ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন খুব সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনকাঠামোতে ওই পরিবর্তন খুব বড় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যত দিন যাবে, এ ভাইরাস মানুষের জন্য তত কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে সেটা যে হবেই, সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া সম্ভব না।

সমস্যাটা হচ্ছে, এ ভাইরাস যদি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তাহলে শরীরে আগে তৈরি হওয়া এন্টিবডি হয়ত আর তাকে চিনতে পারবে না। তখন পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

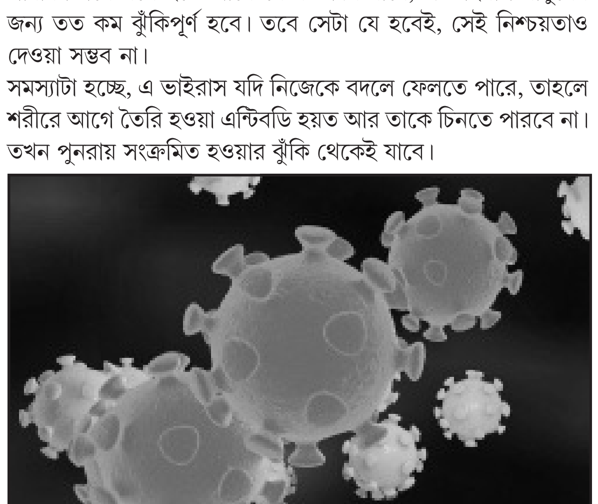

করোনাভাইরাস: বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয় গবেষণার ফল

বাড়ির পোষা বিড়ালটিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে বলে একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন।

গবেষণার এই তথ্য বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয়, তবে এখনই এটা নিয়ে বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ওই গবেষণার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেজিতেও নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে, যদিও তা এই প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

অপরদিকে কুকুরে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে না বলেই মনে হচ্ছে। পাঁচটি কুকুরের মলে ভাইরাস দেখা গেলেও সেগুলোর দেহে সংক্রমণ ঘটার মতো কোনো ভাইরাস পাওয়া যায়নি। এছাড়া শুকর, মুরগি ও হাঁসও এই ভাইরাসের জন্য ভালো জায়গা নয়।

এখনই বিড়ালপ্রেমীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। নভেল করোনাভাইরাসে পোষা প্রাণী খুব অসুস্থ বা মারা যায় এমন কোনো প্রমাণ এখনও নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ মেডিকেল সেন্টার চিলড্রেনস হসপিটাল অব পিটসবার্গের পেডিয়াট্রিক ইনফেকশাস ডিজিজেস বিভাগের প্রধান ডা. জন উইলিয়ামস সিএনএনকে বলেন, "মানুষ যেন তার পোষা প্রাণীটিকে জড়িয়ে ধরা ছেড়ে না দেয়। এই গবেষকরা বিড়ালে নাসারন্ধ্র দিয়ে 'হাই কনসেনট্রেশনের' ভাইরাস প্রবেশ করিয়েছিল, যা ছিল একেবারেই কৃত্রিম।"

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিড়ালের করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে কি না তা বোঝার জন্য এই পরীক্ষায় আট মাসের পাঁচটি পোষা বিড়ালের নারারন্ধ্রে ভাইরাস প্রয়োগ করাহয়।

এর ঠিক ছয় দিন পর দুটি বিড়াল মারা যায়। তাদের শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল।

ভাইরাস প্রয়োগ করা বাকি তিনটি বিড়ালকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়। এর পাশে আরেকটি খাঁচায় রাখা হয় তিনটি সুস্থ বিড়ালকে।

কিছু দিন পর পরীক্ষা করে ওই তিনটি সুস্থ বিড়ালের একটিকে করোনাভাইরাস পজিটিভ পাওয়া যায়। অন্য দুটি বিড়ালের শরীরে কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। লালার মধ্য দিয়ে ভাইরাস এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোনো বিড়ালের মধ্যেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি। এমনকি সেগুলোর একটি থেকে আরেকটিতে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও বিড়াল মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা বোঝায় না।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মার্চে বেলজিয়ামে এক ব্যক্তি ইতালি ভ্রমণ শেষে ফিরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর তার বিড়ালও অসুস্থ হয়।

বিড়ালটির শ্বাসকষ্ট এবং বমি ও মলে উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস পাওয়া গেলেও সেটি কোভিড-১৯ না অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেননি গবেষকরা।

প্রায় দুই দশক আগে সার্সের সময়ও দেখা গিয়েছিল বিড়াল এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং একটি থেকে আরেকেটি সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু ২০০২-২০০৪ সালের ওই মহামারীর সময় পোষা বিড়ালের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেনি বা বিড়াল থেকে মানুষে এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনো ঘটনা জানা যায়নি।

আমেরিকান ভেটেরিনারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, "দুটো কুকুর (হংকং) এবং একটি বিড়ালের (বেলজিয়াম) সার্স-সিওভি-২ সংক্রমণ হয়েছে বলে খবর হলেও সংক্রামক ব্যধি বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য সংস্থা একমত যে, গৃহপালিত প্রাণী মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনো প্রমাণ নেই।"

তাদের পরামর্শ, এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তিনি যেন এই সময়ে পোষা প্রাণীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দেন।

"যদি আপনার পোষা প্রাণীর দেখভাল করা ছাড়া উপায় না তাকে তাহলে মাস্ক পরে নেবেন। নিজের খাওয়া কিছু তাদের দেবেন না, চুমু বা আলিঙ্গন করবেন এবং সেগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার আগে বা পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন।"

বেজির শরীরে থাকতে পারে করোনাভাইরাস

পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, অসুস্থতার কোনো রকম লক্ষণ ছাড়াই বেজির শরীরে এই ভাইরাস দিব্যি বাস করতে পারে।

গবেষণার বরাতে সিএনএন বলছে, এই প্রাণীর শরীরে ভাইরাসটি সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে।

"সার্স-সিওভি-২ বেজির শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে আট দিন পর্যন্ত বংশবিস্তার করতে পারে। তবে এরপরও বেজির মধ্যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়নি বা মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি হয়নি," বলা হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বেজির শ্বাসতন্ত্রের গঠন অনেকটাই মানুষের মতো। এমনকি ইঁদুরের চেয়েও মানুষের সঙ্গে বেজিরই মিল পাওয়া যায় বেশি।

কভিড-১৯ রোগের ভ্যাকসিন গবেষণায় এই মিল কাজে দেবে বলে মনে করছেন ভানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষেধক ওষুধ ও সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. উইলিয়াম শাফনের।

তিনি সিএনএনকে বলেন, "মানুষের শরীরের মত কাজ করে এমন একটি নমুনা প্রাণী ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য জরুরি; এতে বোঝা যাবে ভাইরাসটি কীভাবে শরীরকে কাবু করছে।

"আর এক্ষেত্রে বেজি হতে পারে আদর্শ প্রাণি। কয়েক দশক ধরেই ইনফ্লুয়েঞ্জার গবেষণায় বেজির উপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।"

বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে রেশন দোকানে পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে র‍্যালি আগরতলা। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের উত্থান ও চ্যালেঞ্জ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। করোনাভাইরাস মহামারি শুরুর পর গত দেড় বছরের মধ্যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম বিদেশ সফর ছিল প্রতিবেশী বাংলাদেশে। তার সাম্প্রতিক এ সফরকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও একধাপ এগিয়ে নেয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ 'মাইলস্টোন' হিসেবে দেখছেন অনেক বিশ্লেষক। তাদের একজন ড় রূপকজ্যোতি বোরাহ। টোকিওর জাপান ফোরাম ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ এ গবেষক সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উত্থান এবং এতে গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো কিছু বিষয় নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন। তার সেই লেখাটি সোমবার (১২ এপ্রিল) প্রকাশ হয়েছে চীনা গণমাধ্যম সাউথ-চায়না মর্নিং পোস্টে। এ গবেষক লিখেছেন, শেখ হাসিনা-নরেন্দ্র মোদি শাসনামলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উষ্ণতম অবস্থানে পৌঁছেছে। তাদের সময়েই অনেক সীমান্তবিরোধ আপসে নিষ্পত্তি হয়েছে। দুই দেশ ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক সীমান্তচুক্তিতে সই করেছে এবং ২০১৪ সালের জুলাইয়ে জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক সম্মেলনের রায় মেনে সমুদ্রসীমা নিয়েও একমত হয়েছে।

রূপকজ্যোতি বোরাহর মতে, দক্ষিণ এশীয় দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের অনেক উপযুক্ত কারণ রয়েছে। প্রথমত, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অসাধারণ উন্নতি করেছে এবং শিগগির স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। দেশটির এমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, শেখ হাসিনার সরকার 'ইসলামপন্থীদের' হুমকিতে রয়েছে এবং এর জন্য ভারতের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে স্বদেশে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদ হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে, ২০১৬ সালে হলি আর্টিজান ক্যাফেতে হামলার স্মৃতি এখনও তরতাজা। ওই ঘটনায় ২২ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, যার বেশিরভাগই বিদেশি।

তৃতীয়ত, ক্ষমতালাভের পর থেকে নরেন্দ্র মোদি ভারত এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) অন্য সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়তে আগ্রহ দেখিয়েছেন, যেটিকে 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

২০১৪ সালে তার অভিষেক অনুষ্ঠানে সার্ক রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানোর অভূতপূর্ব পদক্ষেপে সেটি দেখাও গেছে। পাকিস্তান ও নেপালের ক্ষেত্রে মোদির সফলতা বেশ কম, তবে বাংলাদেশে তিনি যে অভ্যর্থনা পেয়েছেন তা একেবারেই অনন্য।

চতুর্থত, বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে বহুমাত্রিক প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উদ্যোগ (বিমসটেক) এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মোদি সরকারের নজরও এটিকে ঘিরেই।

এই অঞ্চলে একসময় সামুদ্রিক যোগাযোগ ছিল। তবে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে এটি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। মোদি সরকার ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে আগের কয়েকটি রেল করিডোর ফের চালু করেছে।

গত মাসে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুম এবং বাংলাদেশের রামগড়ের মধ্যে মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন করেছেন নরেন্দ্র মোদি (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও যৌথভাবে সেতুটির উদ্বোধন করেন)। উল্লেখ্য যে, সাব্রুম থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর।

পঞ্চমত, ভারত ও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে একে অপরের কাছাকাছি এসেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত, বাংলাবান্ধার ফুলবাড়ী করিডোর, ডাউকি-তামাবিল ক্রসিং প্রভৃতি।

রূপকজ্যোতি বোরাহ বলেন, ভারত চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই)-এ যোগ দেয়নি, কারণ নিজেদের অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে তারা যোগাযোগের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে আগ্রহী। ভারত বিআরআইতে যোগ না দেয়া আরেক দেশ জাপানের সঙ্গে অবকাঠামো প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশ, ভুটান, নেপালের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও তাদের নিজস্ব উদ্যোগ রয়েছে।

এ গবেষক মনে করেন, এত কিছুর পরেও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশ বিআরআইয়ে যোগ দিয়েছে এবং তাদের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার চীন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ফলে বাংলাদেশ চীনের আরও ঘনিষ্ঠ হলে নয়াদিল্লিতে সতর্কঘণ্টা বেজে ওঠাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর পানিবণ্টন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিশেষ করে, তিস্তার বিরোধ রাজনৈতিক রূপ নিতে পারে। এর প্রভাব পড়তে পারে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপরও।

ড় রূপকজ্যোতি বোরাহর মতে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে সামনের পথ বেশ জটিল। দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বেশ উষ্ণ এবং ভবিষ্যতে তা আরও উন্নত হবে। তবে সেটি অনেকটাই নির্ভর করছে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর।

একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু দেখলো বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১২।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা এ যাবৎ সর্বাধিক। একই সময় ৭ হাজার ২০১ জনের শরীরে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন মৃত ৮২ জনকে নিয়ে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ৯ হাজার ৮২২ জনে। আর এ পর্যন্ত শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াল ৬ লাখ ৯১ হাজার ৯৫৭।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনামুক্ত হয়েছেন ৪ হাজার ৫২৩ জন। আর এখন পর্যন্ত সর্বমোট সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৮১ হাজার ১১৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬ হাজার ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হলেও পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৯৬৮টি। আর এখন পর্যন্ত দেশে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০ লাখ ৩৭ হাজার ৮৩৩টি। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৫৯ শতাংশ। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

প্রয়োজন হলে লকডাউন লাগু হবে কর্ণাটকে : ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১২ এপ্রিল (হি.স.): দেশকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন রাজ্য লকডাউন লাগু করা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। এবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজন হলে কর্ণাটকেও লাগু করা হবে। তিনি বলেছেন, 'জনগণকে নিজেদের ভালো বুঝতে হবে। যদি তাঁরা সাবধান না হয়, তাহলে আমরা কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে রাজ্যে লকডাউন লাগু করা হবে।' কর্ণাটকে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার ইয়েদুরাপ্পা প্রশ্ন করা হলে তিনি এমনটাই জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ইয়েদুরাপ্পা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে, তা বলতে গিয়ে ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, ' আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি যে সমস্ত জেলায় করোনা-সংক্রমণ বাড়ছে সেই সমস্ত জেলায় নৈশ কারফিউ লাগু করা হয়েছে।' জনগণকে মাস্ক পরার জন্য এবং সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে, কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অথবা আমি লকডাউন লাগু করার কথা এখনও বলিনি, আমরা বলেছি কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের যেন বাধ্য না করা হয়। লকডাউন লাগু করার বিশেষ কোনও ইচ্ছা নেই আমাদের সরকারের।'

লকডাউনের আশঙ্কায় এবার শেয়ার বাজারে বড়সড় ধাক্কা, নামল সেনসেক্সের সূচক

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : সপ্তাহের শুরুতেই ফের ধস নামল শেয়ার বাজারে। একধাক্কায় সেনসেক্সের সূচক নামল প্রায় ১৮০০ পয়েন্ট। যার জেরে একটা সময় সেনসেক্সের সূচক নেমে এসেছিল ৪৭ হাজার ৭০০ পয়েন্টে। একইভাবে রেকর্ড পতন হয়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটিতেও।

লকডাউন শিথিল হওয়ার পর অবশ্য সেনসেক্স ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছিল। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে হাসি ফুটেছিল দালাল স্ট্রিটের কারবারিদের মুখে। এবছরের শুরুর দিকে রীতিমতো স্বর্ণযুগ কেটেছে শেয়ার বাজারে। জানুয়ারির মাঝামাঝি প্রথমবার ৫০ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছিল সেনসেক্সের সূচক। যা হয়েছিল মূলত করোনার টিকাকরণ শুরু হওয়া এবং মার্কিন মুলুকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জেরে। সেনসেক্সের সূচক গিয়ে দাঁড়ায় ৫১ হাজার ৩১ পয়েন্টে।

মহারাষ্ট্র সরকার আগামী ১৪ এপ্রিলের পর লকডাউন হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। সেই লকডাউনের আশঙ্কাই এবার শেয়ার বাজারে বড়সড় ধাক্কা দিল। সোমবার বাজার খুলতেই হু হু করে পড়তে থাকে সূচক। একটা সময় ১ হাজার ৮১১ পয়েন্ট অর্থাৎ প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ নেমে যায়। সেনসেক্স দাঁড়ায় ৪৭ হাজার ৭৮০ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটিও রেকর্ড ৩.৪১ শতাংশের পতনের পর ১৪ হাজার ৩০০ পয়েন্টেরও নিচে নেমে যায়। সাম্প্রতিক অতীতে শেয়ার বাজারে এত বড় পতন দেখা যায়নি। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করাটা সহজ হবে না।

কোভিড টিকা দেশের চাহিদা, জীবন বাঁচানোর অধিকার সকলের আছে : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের টিকা নিয়ে ফের সরব হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সকলের জন্য করোনা-ভ্যাকসিনের পক্ষে সওয়াল করে সোমবার রাহুল গান্ধী টুইটে জানিয়েছেন, করোনা ভ্যাকসিন দেশের চাহিদা এবং নিজেদের জীবন বাঁচানোর অধিকার সকলের রয়েছে। "স্পিকআপ ফর ভ্যাকসিন ফর অল" অভিযানের অংশ হিসেবে সোমবার টুইটারে এমনটাই লিখেছেন রাহুল গান্ধী।

দেশের সকলের জন্য করোনা-ভ্যাকসিনের পক্ষে সওয়াল করে সোমবার রাহুল গান্ধী টুইট করেছেন, 'করোনা ভ্যাকসিন দেশের চাহিদা। এজন্য আপনাদের সকলকে সরব হতে হবে। জীবন বাঁচানোর অধিকার সকলের রয়েছে।' প্রসঙ্গত, গত কিছু দিন ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই অভাব দেখা দিচ্ছে করোনা-ভ্যাকসিনের। বিভিন্ন রাজ্য অতিরিক্ত ভ্যাকসিন চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অনুরোধও জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় সকলের জন্য করোনা-ভ্যাকসিনের পক্ষে সওয়াল করলেন রাহুল গান্ধী।

শিল্পশহরে উন্নীত হবে কল্যাণী, অনিয়ম বন্ধ করবে বিজেপি সরকার : মোদী

কল্যাণী, ১২ এপ্রিল (হি.স.): শিল্পশহরে উন্নীত করা হবে কল্যাণী, কল্যাণী হবে আধুনিক শহর। সোমবার নদিয়া জেলার কল্যাণীতে আয়োজিত জনসভা থেকে কল্যাণীবাসীকে আশ্বস্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে মমতা বান্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে মোদী বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই সিন্ডিকেট ও কাটমানি রাজ চলছে, বিজেপি-র ডবল ইঞ্জিন সরকার সব অনিয়ম বন্ধ করবে।' এদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাউন্ডে আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আসল পরিবর্তন মানে দিদির কুশাসন থেকে মুক্তি। দিদির সিন্ডিকেট থেকে মুক্তি পাবে বাংলা। এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা এক নতুন ইতিহাস লিখতে যাচ্ছে। যে চার দফায় ভোট হয়েছে, তাতে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে মানুষ এবার আসল পরিবর্তন চাইছেন।' তৃণমূলের ১০ বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব শেষ হয়েছে এমন দাবি করে মোদী বলেছেন, 'গত ১০ বছরে মমতা দিদি যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, তাতে বাংলা সমস্ত গৌরব হারাতে বসেছে। হারের ভয়ে দিদি ও তাঁর দল সমস্ত সীমা অতিক্রম করছেন। দিদির লোকেরা প্রকাশ্যেই এসসি, এটি, ওবিসিদের প্রতি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। দিদি বাংলার সমস্ত তফশিলী জাতি, আদিবাসীদের ও ওবিসিদের আপনি ভয় দেখাতে পারেন। হুমকি দিতে পারেন। অপমান করতে পারেন। কিন্তু তাদের প্রতি মোদীর ভালোবাসা কোনও দিনও কমবে না।' মোদী বলেছেন, 'চার দফার নির্বাচনে তৃণমূলের সাফ হওয়া নিশ্চিত। দু'দিন পরেই বাংলায় পয়লা বৈশাখ। ওই দিন থেকেই দিদির সরকারের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যাবে। ২ মে, দিদি যাচ্ছেন। বিজেপি আসছে।' মমতাকে খোঁচা দিয়ে মোদী বলেছেন, 'নিজের পরাজয় বুঝতে পেরে নতুন রণনীতি বানিয়েছেন দিদি। এসসি, এসটি ও ওবিসিরা যাতে ভোট দিতে না পারেন সেই চক্রান্ত করছেন দিদি এবং দলের গুন্ডাদের দিয়ে ছাপ্পা দেওয়া। প্রকাশ্যে তৃণমূলের লোকেরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করবে, আর তৃণমূল ভিতরে ছাপ্পা দেবে। কোচবিহারে যা হয়েছে, তা দিদির ছাপ্পা ভোট মাস্টারপ্ল্যানের অংশ। আম্বেদকর ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনাকে আহত করার অধিকার আপনার নেই। দিদি, আপনার রাজনীতির থেকে বাংলার সম্মান অনেক বড়। সেটাকে অপমান করবেন না।' কল্যাণীর জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে আক্রমণ করে মোদী বলেছেন, 'মোদী সরকার যা করতে চেয়েছে, তৃণমূল সরকার আটকেছে। কিন্তু এখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সময়। বিজেপি সরকারের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন পৌঁছে গিয়েছে। আপনার প্রতিটি মিথ্যে কথা সবাই বুঝতে পারছে। মহিলাদের জন্য একাধিক কাজ করেছে বিজেপি। মুসলিম মহিলাদের তিন তালাকের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। দেশের মা-বোনেদের জন্য কাজ করেছে বিজেপি, ২ তারিখের পর রাজ্যের জন্যও কাজ হবে।'

কাটমানি, সিন্ডিকেট নিয়ে তোপ দেগে মোদী বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সব কিছুতে কাটমানি লাগে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই সিন্ডিকেট ও কাটমানি রাজ চলছে। বিজেপি-র ডবল ইঞ্জিন সরকার সব অনিয়ম বন্ধ করবে। কল্যাণীকে শিল্প শহর করা হবে, আধুনিক শহর হিসাবে গড়ে তোলা হবে। সংকল্প পত্রে এই কথা আছে। কল্যাণীকে মেট্রোতে যুক্ত করা হবে। এই কল্যাণীতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে গড়ে তোলা হবে। রাজ্যের গরীব মানুষের কাছে আয়ুষ্মান প্রকল্প পৌঁছতে দেননি মমতা। দিদির গরীব মানুষের প্রতি আপনার এত রাগ কিসের। গরীব মানুষের বুকে যে আগুন লেগেছে, তা আপনাকে ভষ্ম করে দেবে।' মোদী আরও বলেছেন, 'দিদির দুর্নীতি ও কুশাসনকে বদলাতে হবে। আপনার একটি ভোট পরিস্থিতির বদল আনবে। আপনার এক একটি ভোট কৃষকদের অ্যাকাউন্টে যাবে ১৮ হাজার টাকা। গরীব কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ১৮ হাজার টাকা গেলে আপনার পূণ্য হবে। চিকিৎসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। আপনার ভোট গরীব মানুষের ঘরে জল পৌঁছে দেবে। সেই জন্যই আপনার ভোটটা দিন। প্রতি বুথে পদ্ম ফোটাতে হবে। এই নিশ্চয়তা করুন।'

ইব্রাহিম ঘনিষ্ঠ রিয়াজ চিকনাকে সমন এনসিবি-র

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : নার্কোটিক কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) সোমবার দাউদ ইব্রাহিম ঘনিষ্ঠ রিয়াজ চিকনাকে সমন পাঠালো। গত ২ এপ্রিল রাজস্থান পুলিশ রিয়াজের ভাই দানিশ চিকনাকে গ্রেফতার করে। এনসিবি সূত্রে খবর, দানিশ চিকনা মহারাষ্ট্রের ডোংরি এলাকায় দাউদ ইব্রাহিমের অবৈধ ড্রাগ চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। রাজস্থান পুলিশ তাকে একটি গাড়িতে ড্রাগ সমেত গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ছয়টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে একটি খুনের মামলাও রয়েছে বলে এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে।

হরিবংশ থেকে অমরিন্দর, করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন সোম প্রকাশও

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। সোমবার দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ কোভিড টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান। এর আগে গত ১১ মার্চ কোভিড টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান।

এদিন করোনা-টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোম প্রকাশ। করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর টুইট করে অমরিন্দর জানিয়েছেন, 'কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিলাম। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে, সময়ের মধ্যে টিকাকরণই শক্ত ঢাল।' এদিনই চন্ডীগড়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ-এ কোভিড টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোম প্রকাশ।

চার দফার ভোটেই তৃণমূল সাফ ১০০ আসন পাবে বিজেপি : মোদী

বর্ধমান, ১২ এপ্রিল (হি.স.): চার দফার ভোটেই সাফ হয়ে গিয়েছে তৃণমূল, চার দফার ভোটেই ১০০ আসন পাবে বিজেপি। সোমবার বর্ধমানের জনসভা থেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করে মোদী বলেছেন, 'বাম, কংগ্রেস একেবারে বাংলা থেকে চলে গিয়েছে। আর ফিরতে পারেনি। তৃণমূল এবার চলে গেলে আর ফিরতে পারবে না। বাংলা চায় আসল পরিবর্তন।' এদিন বর্ধমানের তালিত সাই সেন্টারের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শুরুতেই বলেছেন, 'বর্ধমানের দু''টি জিনিস বিখ্যাত, চাল আর মিহিদানা। দিদি কি বর্ধমানের মিহিদানা পছন্দ করেন না? তাহলে দিদির মধ্যে কেন এত তিক্ততা?' মোদী বলেছেন, 'চার দফার ভোটেই তৃণমূল সাফ হয়ে গিয়েছে দিদি। অর্ধেক ভোটেই ১০০ আসন পাবে বিজেপি। দিদির বক্তব্যের মধ্যেই ফুটে উঠছে যে তাঁর হার এবার নিশ্চিত।' তৃণমূলকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দিদির লোকেরা এখন তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মানুষকেও গালি দিতে শুরু করেছেন। তাদের ভিখারী বলে অসম্মান করছেন। দিদি নিজেকে সবসময় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলেন। দিদির অনুমতি ছাড়া দলের কেউ কি কোনও কথা বলতে পারে? দিদি তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে এইভাবে অপমান করতে পারেন না।'

তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত, এই দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বাম, কংগ্রেস একেবারে বাংলা থেকে চলে গিয়েছে। আর ফিরতে পারেনি। তৃণমূল এবার চলে গেলে আর ফিরতে পারবে না। বাংলা চায় আসল পরিবর্তন। বাংলা চায় না তৃণমূলের কুশাসন। বাংলা চায় না দিদি-ভাইপোর হিংসার খেলা। বাংলা চায় বিকাশ, বাংলা চায় সুশাসন, বাংলা চায় উন্নয়ন, বাংলা চায় নারী সুরক্ষা, বাংলা চায় কর্মসংস্থান। বাংলা চায় আসল পরিবর্তন।' মমতাকে খোঁচা দিয়ে মোদী বলেছেন, 'বাংলার মানুষকে বাড়ি বানাতে হলে দিদিকে কাটমানি দিতে হবে। কেউ নিজের সম্পত্তি বিক্রি করলেও দিতে হবে কাটমানি। উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতে চাইলেও দিতে হবে কাটমানি। তাই তো দিদির ঘনিষ্ঠরা সবাই বাড়ি ও গাড়ির মালিক হয়ে গিয়েছে।'

বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি তৃণমূলকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিজেপির মন্ত্র হল সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ, সকলের বিশ্বাস। আর তৃণমূলের মন্ত্র হল মাকে অত্যাচার করো। মাটিকে লুট করো। আর মানুষের রক্ত গঙ্গা বইয়ে দাও।' মোদী বলেছেন, 'মা মাটি ও মানুষের নামে ১০ বছর পশ্চিমবঙ্গে শাসন করেছেন মমতা, কিন্তু এখন তিনি শুধু মোদী মোদী মোদী বলছেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বিহারের পুলিশ কর্মী, যিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে বাংলায় এসেছিলেন। কিন্তু তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে মারা হল। যা দেখে তাঁর মাও মৃত্যুবরণ করেন। যা খুবই দুঃখজনক। আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, পুলিশ অফিসারের মা কি মা নয়?' মোদী আরও বলেছেন, 'বাংলার কৃষকদের সঙ্গে দিদির কী শত্রুতা আছে? কেন্দ্র কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা দিতে চাইছে। কিন্তু দিদি তা দিতে দিচ্ছেন না। ২ মে-র পর বাংলায় বিজেপি সরকার গড়বে এবং কৃষকদের সমস্ত বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, তখন কৃষকদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি সরকার।'

দৃষ্টিহীন শিক্ষককে ভোটকেন্দ্রে অসহযোগিতার প্রতিবাদ বিপিএ-র

অশোক সেনগুপ্ত

দৃষ্টিহীন শিক্ষককে ভোটকেন্দ্রে অসহযোগিতা ও অপমান করার প্রতিবাদে কমিশনে অভিযোগ করল ব্লাইন্ড পার্সনস অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। দক্ষিণ কলকাতার কসবা কেন্দ্রের দৃষ্টিহীন ভোটার সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার ভোট দিতে গিয়ে হেনস্থা হয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য অভিযোগ উঠেছে পোলিং অফিসারের বিরুদ্ধে। সোমবার বিপিএ-র সম্পাদক সৈকত কর 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, বিষয়টি খতিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমরা কমিশনকে জানিয়েছি। ব্রেল ইলেকশন স্লিপ তৈরির দায়িত্ব কমিশন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমী, বিপিএ এবং ভয়েস অফ ওয়ার্লকে দেয়। কসবা এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে এগুলো আমরা তৈরি করে ঠিকমত সরবরাহ করি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মী চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। এ রকম আরও কিছু হয়েছে বলে জেনেছি। কমিশনের উচিত এসব ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার।"নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমীর অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ঘোষ এই প্রতিবেদককে বলেন, "এটা খুব নিন্দনীয় ও দুঃখজনক ঘটনা। সায়ন্তনকেও আমি জানি। নির্বাচনের সুষ্ঠু আয়োজন দেখভালের জন্য যে কমিটি আছে, আমি তাতে আছি। দিল্লি থেকে ফুল বেঞ্চ এসে একটি হোটেলে দৃষ্টিহীন ভোটদাতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। তাতে আমরা কিছু নির্দিষ্ট পরামর্শ দিই। কমিশন সেসব বিবেচনার আশ্বাসও দেয়। ব্রেইল ইলেকশন স্লিপ তো আগেই চালু হয়ে গিয়েছে। আমি দক্ষিণ সোনারপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এই ব্যবস্থায় ঠিকমত ভোট দিয়েছি। ভোটকর্মীরা খুব সহযোগিতা করেছেন। তবে, অনিয়মের বিচ্ছিন্ন ঘটনাও যাতে না ঘটে, কমিশনকে তা দেখতে হবে।"পেশায় শিক্ষক সায়ন্তন অভিযোগ করেন, "নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে শনিবার গিয়েছিলাম ইলেকশন বুথে। পোলিং অফিসার তখন আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, বলো তো কটা আঙুল!" ঠিক এভাবেই ভোট দিতে আসা নির্বাচকের দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা নিতে চাইলেন পোলিং অফিসার। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ব্রেইল ইলেকশন স্লিপ চেয়েছিলেন ওই ভোটকর্মীর কাছে। আর তখনই সেই অফিসার সায়ন্তনের দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা নিতে চান। সায়ন্তনের কথায়, "আমাদের সমাজে সবসময় নানা ধরণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অপমানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এরকম ব্যবহার সত্যিই খুব কষ্ট দেয়।" শেষ পর্যন্ত পোলিং অফিসার জানান নির্বাচন কেন্দ্রে নাকি কোনো ব্রেইল ব্যালটই নেই। "সংসদীয় ব্যবস্থায় মানুষের গণতন্ত্র পালন হয় প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমেই। অথচ যে প্রতিনিধিকে তিনি সরকার গঠনের দায়িত্ব দিচ্ছেন, তিনি তাঁর দাবির পক্ষে লড়বেন কিনা, জানেন না দৃষ্টিহীন ভোটারদের একটা বড়ো অংশই। যেন এই বিষয়ে তাঁদের অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া অত্যন্ত সহজ একটি বিষয়। শ্রেয়া ঘোষের কথায়, "আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এ-বছর বাড়িতে বসে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেই আবারও আমাকে ভোট দিতে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।" সত্যিই কি প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা আজ এত বছর পরেও এতটাই কঠিন? হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা-আক্রান্ত দিল্লি হাইকোর্টের ৩ জন বিচারপতি, প্রত্যেকেই আইসোলেশনে

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন দিল্লি হাইকোর্টের ৩ জন বিচারপতি।

কোভিড পজিটিভ হওয়ার পর নিজ নিজ বাড়িতেই স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছেন ওই ৩ জন বিচারপতি। মৃদু উপসর্গ ছিল ওই ৩ জন বিচারপতির, রবিবারই তাঁদের রিপোর্ট এসেছিল। এছাড়াও আরও একজন বিচারপতি জ্বরে ভুগছেন, তাঁর রিপোর্ট এখনও আসেনি।

এদিকে, করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে দিল্লি হাইকোর্ট চত্বরে অবস্থিত নিজেদের অফিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। গত ১৫ মার্চ থেকেই দিল্লি হাইকোর্টে সশরীরে শুনানি শুরু হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান করোনা-পরিস্থিতির কারণে ঠিক হয়েছে আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত ভার্চুয়ালি হবে শুনানি। দিল্লি হাইকোর্টের ৩ জন বিচারপতি করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

তেলিয়ামুড়া ডিডব্লিউ এস দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি দেখে অসন্তুষ্ট বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া ডিডব্লিউ এস দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিধায়িকা কল্যাণী রায়।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবে র প্রতিশ্রুতি অথৈ জলে। ক্ষমতায় আসার তিন বছর পরও সরকারি অফিসে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হননি। প্রকৃতপক্ষেসরকারি অফিসে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। সোমবার তেলিয়ামুড়া ডিডব্লিউ এস দপ্তরে গিয়ে সেই চিত্র স্বচক্ষে পরিদর্শন করলেন এলাকার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল স্থানীয় ডিডব্লিউএস অফিসের কর্মচারীরা ঠিকমতো অফিসে আসেন না। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এলাকার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ তেলিয়ামুড়াস্থিত ডিডব্লিউএস দপ্তরের অফিস পরিদর্শনে যান। বিধায়িকা অফিসে পা রেখেই কর্মসংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে যান। অফিসের টেবিল চেয়ার গুলি ছিলো ফাঁকা। আর যে কয়েকজন কর্মচারী অফিসে এসেছেন তাদের কেউ ঘুমে ,আবার কেউ মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত। কর্মচারীরা সরকারিভাবে বেতন পেলেও সরকারি অফিসে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেকটাই উদাসীন, যা সোমবার অফিসে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল। বিধায়িকা এই অফিসের কর্মচারীদের নিত্যদিনের হাজিরার খাতা প্রত্যক্ষ করেন। পরে বিধায়িকা এই অফিসের অফিস কর্তৃপক্ষ হরমোহন দেববর্মার কাছে অফিস কর্মসংস্কৃতির ব্যাপারে জানতে চাইলে অফিস কর্তৃপক্ষও সঠিক ভাবে জানাতে পারেননি। এদিকে এই অফিসের গুটিকয়েক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ফিল্ড ভিজিট করার নামে মাসের পর মাস বাড়িতে থাকেন বলে অভিযোগ।

পরে বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় ডিডব্লিউ এস দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকেও বিষয়টি জানিয়েছেন। উল্লেখ থাকে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকার ১৩ এবং ১৪নং দুটি ওয়ার্ডে জল সংকট এর ব্যাপারটি নিয়েও বিধায়িকা দপ্তরের উর্দতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন। বিধায়িকার সফরের পর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর টনক নড়েছে। মঙ্গলবার ডিডব্লিউএস দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার ১৩ এবং ১৪ দুটি ওয়ার্ডের জল সংকটের ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য আসার কথা রয়েছে।

কদমতলায় বারনী মেলায় জুয়ার রমরমা, পুলিশ নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার পানিসাগরের পদ্মবিলে বারুণী মেলার নামে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর ঘিরে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শুরু হল উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার পদ্মবিলের ঐতিহ্যবাহী অম্বিকা কুন্ডে"র বারুনী মেলা। প্রতিবছর পানিসাগরের পদ্মবিল দু- গঙ্গা এলাকায় হয়ে থাকে এই মেলা। বিগত প্রায় ৬৪ বছর যাবত চলছে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা।মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য তথা পানিসাগরের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। এই মেলার উদ্যোক্তা পানিসাগর আর ডি ব্লক এবং পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতি। প্রতিবছর এই মেলাকে কেন্দ্র করে দূর-দূরান্ত থেকে আসা দোকানিরা তাদের পসরা নিয়ে মেলায় বসেন। মেলায় আশপাশের গ্রাম শহর থেকে হাজারো মানুষ ভিড় জমান। এবার তিন দিনব্যাপী চলবে মেলা। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হলমেলাকে কেন্দ্র করে দিন-দুপুরেই জমে উঠেছে জুয়ার আসর। বসানো হয়েছে আনন্দমেলা। আনন্দমেলাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যেই জমে উঠেছে জুয়াখেলা। লক্ষ্য করা গেছে একদিকে যখন মেলার উদ্বোধন চলছিল ঠিক তখনই মেলা প্রাঙ্গণে দূর দূরান্ত থেকে আসা যুবকরা এমনকি কচিকাঁচারা অংশ নিচ্ছিল জুয়ার আসরে। এই ঘটনায় বিভিন্ন মহলে উঁকি দিচ্ছে বিভিন্ন প্রশ্ন। কেননা বর্তমানে গোটা দেশেই বাড়ছে করোণা আক্রান্তের সংখ্যা। তাই রাজ্যের সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে বেশকিছু সর্তকতা জারি করেছে। আর এই সতর্কতাকেই বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সরকারী একাধিক দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চলছে মেলার আয়োজন। আর এই মেলাতে জাকজমক ভাবে বসেছে আনন্দ মেলা। এখন প্রশ্ন উঠেছে কোভিড পরিস্থিতিতে মহকুমা প্রশাসন আনন্দ মেলার অনুমতি দিল কি করে। পাশাপাশি দিনের বেলাতে মেলা উদ্যোক্তাদের সম্মুখে প্রকাশ্যে চলছে জুয়া। অথচ প্রশাসন ও উদ্যোক্তারা নিরব। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই যদি মেলা প্রাঙ্গণে আনন্দ মেলার আসর বসে তবে এবার প্রশাসন কি ভূমিকা গ্রহন করে এখন সেটাই দেখার বিষয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

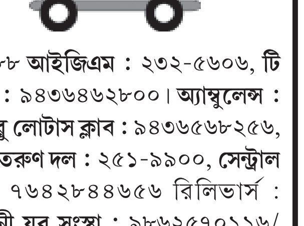

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাঞ্চনমালায় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে জটিল সমস্যার সম্মুখীন কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাল কলোনি এলাকার বাসিন্দারা।দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের অভাবে মানুষের হাহাকার। ঘটনা কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের পাল কলোনি এলাকায়। পাল কলোনির সারদা সংঘ ক্লাব এর বিপরীত পাশে বিগত এক বছর আগে একটি জলের পাম্প বসানো হয়েছিল। এই পাম্প মেশিনটি গত ৩মাস আগে চালু করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো নতুন পাম্প মেশিন হওয়া সত্ত্বেও জল বের হচ্ছে না। এই পাম্প মেশিন থেকে কলোনির ১০ থেকে ১৫ পরিবার জল পাওয়ার কথা রয়েছে। পাম্প মেশিনের গোলযোগ দেখা দেওয়ার কারনেই এই ভোগান্তি বলে জানা গেছে ।শুধু তাই নয়, স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই পাম্প মেশিনের পাইপ যতটুকু বসানোর কথা ছিল ততটুকু বসানো হয়নি। বর্তমানে পাল কলোনিবাসী পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। এলাকায় চলেছে পানীয় জলের হাহাকার। পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য মহিলারা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে বাধ্য হয়। পানীয় জলের তীব্র সংকটের কথা অনেকবার কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রদীপ কুমার মজুমদারকে জানিয়েছিল এলাকাবাসী। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি সরকার যেন শীঘ্রই তাদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করে।

১৫ এপ্রিল থেকে বায়ুসেনার কমান্ডারদের তিনদিনের সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় বায়ুসেনার কমান্ডারদের দ্বিবার্ষিক তিনদিনের সম্মেলন আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে বায়ুসেনার সদর দফতর "সুব্রত হল"-এ আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শীর্ষস্তরে আগামীদিনে ভারতীয় বায়ুসেনা পরিচালনার ক্ষমতা বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

ভারতীয় বায়ুসেনার মুখপাত্রের মতে, আগামীদিনে ভারতীয় বায়ুসেনার রণনীতি ওপর জোর দেওয়ার জন্য এই তিনদিনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে জনকল্যাণ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা

দুই ঘণ্টার কম সময়ের উড়ানে মিলবে না খাবার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নয়া নিয়ম বিমানযাত্রায়

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : দেশে ফের একবার করোনা সংক্রমণের ঢেউ ওঠায় কড়া হচ্ছে উড়ানমন্ত্রক। এবার থেকে দুই ঘণ্টার কম সময়সীমার কোনও উড়ানে কোনও খাবার বা পানীয় পরিবেশন করা যাবে না। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে অসামরিক উড়ান মন্ত্রক-র তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে।

করোনার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই উধ্বমুখী। এই পরিস্থিতিতে সোমবার উড়ানমন্ত্রকের তরফে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যে সমস্ত বিমানের উড়ান সময় দুই ঘণ্টার বেশি, কেবলমাত্র সেখানেই খাবার পরিবেশন করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রেও মানতে হবে বিশেষ কিছু নিয়ম। এদিনের নির্দেশিকায় সাফ বলা হয়েছে, দুই ঘণ্টার কম সময়ের উড়ানে খাবার পরিবেশন করা যাবে না। দুই ঘণ্টার বেশি উড়ানকালে আগে থেকে প্যাক করা খাবার পরিবেশন করা যাবে। তবে চামচ থেকে শুরু করে প্লেট, সবই একবারের ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। পানীয় পরিবেশনের সময়ও একই নিয়ম মানতে হবে। খাবার বা পানীয় পরিবেশনের সময় বিমানসেবিকাদের নতুন গ্লাভস পরতে হবে। এছাড়াও বিমানের মধ্যবর্তী সিটে যথাসম্ভব কম খাবার পরিবেশনের চেষ্টা করতে হবে। যাত্রীদের খাবার হয়ে গেলেই দ্রুত প্লেট-ছুরি চামচ সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং তা ফেলে দিতে হবে।

দিলীপ ঘোষের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে কমিশনকে চিঠি তৃণমূলের

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি. স.) : শীতলকুচি নিয়ে বরাহনগরের সভা থেকে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিল তৃণমূল। দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবির পাশাপাশি পরবর্তী কয়েকধাপে তাঁর প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোরও আবেদন করা হয়েছে ওই চিঠিতে।

শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়। বরাহনগরের সভা থেকে সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে দিলীপবাবু বলেছিলেন, "আর যদি বাড়াবাড়ি করে, শীতলকুচি দেখেছে কী হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে।" এই মন্তব্যের পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল। দিলীপের এই বক্তব্য সাধারণ ভোটারদের মনে 'ভয়ের সঞ্চার করবে'।

সংশোধনী

সোমবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'করোনায় আরও একজনের মৃত্যু, নতুন সংক্রমিত ৪২ জন' শিরোনামটিতে মুদ্রণ ত্রুটি হয়েছে। শিরোনামটি পড়তে হবে 'করোনায় আরও একজনের মৃত্যু, নতুন সংক্রমিত ৪৮ জন'। এই ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

ইটভাট্টা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শ্রম কমিশনারকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ইটভাটা শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সোমবার শ্রম কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ত্রিপুরা রাজ্য ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়ন।ইটভাটা শ্রমিকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ইটভাটা মালিক কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমদপ্তর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তাতে সমস্যায় পড়েছে ইটভাটা শ্রমিকরা। ত্রিপুরার বিভিন্ন ইটভাটায় বহির রাজ্যের শ্রমিক কাজ করছে। ইটভাটা শ্রমিকদের বাস্তব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সবার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন প্রদানের আগে ইটভাটা শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শ্রম-অধিকারের কার্যালয়ের সামনে এসে সমবেত হয়। এখানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দাবির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন। দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইটভাটায় বসবাসকারী শ্রমিকদের বাসস্থান গুলি পাকা করতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ইটভাটা শ্রমিকদের মজুরি চলতি অর্থবছরে কুড়ি শতাংশ হারে বৃদ্ধি করতে হবে। ইটভাটা গুলিতে পরিস্রুত পানীয় জলের এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসা বয় মালিক কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। বহি রাজ্য থেকে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মালিককে করতে হবে।ইটভাটা শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের তাগিদে এসব দাবি দাওয়া পুরন না করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ভিন্ন ধারায় জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। ভিন্নধারায় ব্যতিক্রমী জন্মদিন পালন করলো তৃতীয় শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রী পূজা ধর।অনান্য বছর গুলোতে বাড়িতে কেককেটে বেশ সাড়ম্বরে জন্মদিন পালন করলেও এবার তারই ইচ্ছে ছিলো তার স্কুল সহপাঠীদের সাথে জন্মদিনের আনন্দের মুহুর্ত ভাগ করে নিতে শান্তিরবাজার শহর সংলগ্ন খগেন্দ্র চৌধুরী পাড়া এসবি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী পূজা ধরের জন্মদিন ছিলো সোমবার। এদিন তার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সবাইকে দেওয়া হয় একটি করে মাস্ক,একটি খাতা ও কলম এবং চকলেট। সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা দের হাতে মিষ্টি ও কলম তুলে দেওয়া হয়। পূজার বাবা মিন্টু ধর সংবাদমাধ্যমের সাথে জড়িত। তিনি তুলে ধরলেন তাঁর মেয়ের ইচ্ছের কথা। পূজার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ছাত্রীরা খুব খুশি।

পয়লা বৈশাখ বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানে ভিড় কমানোর দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): করোনার জন্য পয়লা বৈশাখ বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানে ভিড় কমানোর দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্দেশে এ ব্যাপারে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তিনি বিষয়টি নিয়ে এক ভারচুয়াল বৈঠক করেন।

রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় তা কমই রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, রাজ্যের যে যে জেলাতে তিন পর্বে ভোট মিটে গিয়েছে, সেখানে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। এমনকী, কোভিড রোগীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলির ২০ শতাংশ পরিকাঠামো বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কলকাতা পুরসভাকে ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিল নবান্ন। আরটিপিসিআর টেস্ট বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও বৈঠক করেন দেশের করোনাপ্রবণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে। রাজ্য থেকে সেই বৈঠকে প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন, সোমবার ভোট মিটে যাওয়া জেলার ডিএম, এসপি, সিএমওএইচ-দের সঙ্গে বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে পারেন। সেই সূচি অনুযায়ী এই বৈঠক হল।

দুস্কৃতিরা

● আটের পাতার পর

যে আগামী কিছুদিন তিনি তাঁর ফেইসবুক একাউন্ট ব্যবহার করবেন না। তাই কেউ যেন তাঁর একাউন্টের কোনও ধরনের এক্টিভিটিতে বিশ্বাস না করেন।

অবদান

● প্রথম পাতার পর

পেয়েছে। অথচ, তিপ্রা মথা ১৩৮৫৫ ভোট পেয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে।

নির্বাচনী ফলাফলে স্পষ্ট, ভোট ভাগাভাগি আখেরে ক্ষতি হয়েছে শাসক দল বিজেপি-র। অবশ্য, আইপিএফটি-র সাথে জোট ধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে মাশুল গুনতে হচ্ছে পদ্ম শিবিরের। কারণ, লোকসভা নির্বাচনের মতোই বিজেপি একলা চলো নীতি অবলম্বন করলে তিপ্রা মথা ফায়দা তুলতে পারত না, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি-র নেতৃবৃন্দও মানছেন, জোট ধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে চরম মাশুল গুনতে হচ্ছে। তাই, বিজেপি চাইছে, পাহাড়ে আইপিএফটি-র জনভিত্তি কতটা রয়েছে তাঁরাই মূল্যায়ন করুক।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতা মূলক কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ বিভিন্ন ছোট মাঝারি যানবাহন এবং দ্বিচক্রযান আটক করে যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই এবং মাস্ক পরিধান করেনি তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করছে। ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতিতে এ ধরনের ধরপাকড় অব্যাহত থাকবে। মাস্ক পড়ে দান সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়।করোণা পরিস্থিতিতে মাস্ক পরিধান করা এবং সামাজিক দায়িত্ব দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হলেও অনেকেই এসবের কোন ভ্রুক্ষেপ করছে না। সে কারণেই পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ধরপাকড় শুভ করেছেন।

রাফাল

● প্রথম পাতার পর

হয় ওই টাকা রাফালের ৫০টি রেপ্লিকা তৈরির জন্য দেওয়া হয়েছিল ডেফসিস সলিউশনকে। এই রেপ্লিকাগুলি উপহার হিসাবে ভারতকে দেওয়া হয়। কিন্তু তদন্তকারীরা যখন ওই ৫০টি রেপ্লিকা তৈরি সংক্রান্ত নথি দেখতে চান তা ডেফসিস সলিউশন দেখাতে পারেনি। তাই মনে করা হচ্ছে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা ঘুষ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়।

এদিকে রাফালে চুক্তিতে দুর্নীতি প্রসঙ্গে কংগ্রেসের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি দাবি করা হয়েছে।

২০১৬ সালে নতুন করে ফরাসি সংস্থার কাছ থেকে ৩৬টি মাল্টি রোল ফাইটার জেট রাফালে কেনার চুক্তি হয়। অস্ত্র-সহ ৩৬টি রাফালের দাম ধার্য হয় ৫৯ হাজার কোটি টাকা। ভারত এবং ফ্রান্স সরকারের মধ্যে এই চুক্তি হয়। সম্প্রতি রাফালের চতুর্থ ব্যাচটিও ভারতে এসে পৌঁছেছে।

. তৃণমূল নেত্রী

● প্রথম পাতার পর

বাহিনী বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তাহলে একদল মহিলা তাদের ঘেরাও করে রাখবেন। আর অপর দল ভোট দিতে যাবেন। শুধু ঘেরাও করে রাখলে হবে না। আপনাদের ভোট নষ্ট করবেন না।'

কমিশন জানিয়েছে, মমতা যে মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত উস্কানিমূলক এবং প্ররোচনামূলক। তার জেরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি হতে পারত। যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সেই মন্তব্যের নিন্দার করার পাশাপাশি কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে মমতাকে। সেই সঙ্গে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকার সময় এইরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার "পরামর্শ" দিয়েছে কমিশন।

কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামীকাল ধরনায় বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইট করে ধরনায় বসার কথা নিজেই জানিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনা কর্মসূচি ঘোষণা করে দিল তৃণমূল নেত্রী। সোমবার টুইট করে ধরনায় বসার কথা নিজেই জানিয়েছেন তিনি। টুইটে তৃণমূল নেত্রী লেখেন, 'নির্বাচন কমিশনের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমি বেলা ১২ টা থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসছি।'

কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই যশবন্ত সিনহা থেকে ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষরা বলতে শুরু করেছেন, কমিশনের এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জার।

টুইটারে দলীয় মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন লেখেন, "১২ তারিখ গণতন্ত্রের কালো দিন।"

'মানুষের হৃদয় থেকে মমতাকে সরানো যাবে না', টুইট করলেন ফিরহাদ। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আরও একধাপ এগিয়ে অভিযোগ করেছেন, 'স্বেচ্ছাচারী, হিটলারি কায়দায়' ভোট করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। বুলেটের ডগায় রেখে ভোট করানো হচ্ছে। মমতা সেই কাজের প্রতিবাদ করায় বিজেপির রাজনীতি দিয়ে তাঁকে থামানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির শাখা সংগঠনে পরিণত হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন। তাঁর বিশ্বাস, বাংলার মানুষ ভোটের মাধ্যমে এই কাজের জবাব দেবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ঘটনায় কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছেন বাম নেতা তথা যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, "যদি প্রচার বন্ধ করতে হয়, তবে শীতলকুচি মন্তব্যের জেরে দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা ও সায়ন্তন বসুর প্রচারও বন্ধের নির্দেশ দেওয়া উচিত। তবেই প্রমাণিত হবে, কমিশন পক্ষপাতিত্ব করছে না।"

অন্যদিকে কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। এদিকে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে পঞ্চম দফার ভোটের আগে ধাক্কা খেল তৃণমূল। মঙ্গলবার বারাসত, বিধাননগর, হরিণঘাটা ও কৃষ্ণগঞ্জে সভা করার কথা ছিল মমতার। কিন্তু কমিশনের নিষেধাজ্ঞার পর সেই সভা করতে পারবেন না তিনি। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, মমতার প্রচারের নিষোধজ্ঞা উঠবে মঙ্গলবার রাত আটটার পর। আর প্রচারের সময়সীমা এগিয়ে আনায় পঞ্চম দফায় প্রার্থীদের প্রচার শেষ করতে হবে বুধবার (১৪ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটের মধ্যে। তার ফলে পঞ্চম দফার আগে হাতে বেশি সময় পাবেন না মমতা। তবে এই সিদ্ধান্তের জেরে তৃণমূলের ক্ষতি হল নাকি লাভই হল, সেই বিতর্ক অবশ্য থেকেই যাচ্ছে।

দেশজুড়ে বেড়েই

● প্রথম পাতার পর

সিডিএসসিও (সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন)-এর বিশেষজ্ঞ কমিটি।। এবার ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)-এর তরফে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র প্রয়োজন। তবে ছাড়পত্র দিলেও ভারতে কবে থেকে এর ব্যবহার শুরু হবে এবং কবে এ দেশের বাজারে স্পুটনিক ফাইভ পাওয়া যাবে, তা জানানো হয়নি। ইতিমধ্যেই ভারত টিকা তৈরিতে বিশ্বের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত টিকার একটা বড় অংশ ভারতে তৈরি হচ্ছে। সেই পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়েই এবার হয়তো দ্রুত স্পুটনিক ভি ভারতের বাজারে আসবে। হায়দরাবাদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ডক্টর রেড্ডিস ল্যাবরেটরি এই ভ্যাকসিন ভারতে ব্যবহারের অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। ভারতে স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য রাশিয়ার ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (আরডিআইএফ)-এর সঙ্গে গত বছরের সেপ্টেম্বরে হাত মিলিয়েছিল ডক্টর রেড্ডিস। এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ৯১.৬ শতাংশ এবং ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ভেনেজুয়েলা ও বেলারুশে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চালানো হচ্ছে। রাশিয়ার এই টিকা ৫৯টি দেশে ব্যবহার হচ্ছে। স্পুটনিক ফাইভের ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতে বর্তমানে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এরইমধ্যে স্পুটনিক ফাইভ টিকার অনুমোদনে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য মিলবে। স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনকে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সিডিএসসিও (সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন)-এর বিশেষজ্ঞ কমিটি।। এবার ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)-এর তরফে আনুষ্ঠানিক ছাড়পত্র প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ভারত সফরে এসে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লেভরভ জানিয়েছিলেন যে, কোভিড ১৯ প্রতিরোধক স্পুটনিক ফাইভ টিকার ৭০ কোটি ডোজ উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকটি চুক্তি হয়েছে। এখন সেই ভ্যাকসিন ভারতে ছাড়পত্র পেয়েছে।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

৪৫৭ ,৩৭৬, ৫১১ ,৫০৬ ধারায় নেয়া মামলার চার্জশিট আদালতে জমা দেয়। দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক ৪৫১ নং ধারায় ২ বছরের সাজা ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, ৫০৬ নং ধারায় ১ বছরের সাজা ও ২ হাজার টাকা জরিমানা, ৩৫৪ নং ধারায় পাঁচ বছরের সাজা ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, ৩৫৪ (বি) নং ধারায় সাত বছর সাজা ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর তথা আইনজীবী আক্তার হোসেন মজুমদার। সাজা ঘোষণা করেন জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক উদিত চৌধুরী।

গ্রামবাসীরা

● প্রথম পাতার পর

সহকারী অধিকর্তা সুদীপ কর এই অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেবার পর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জেলা পরিষদের সদস্য জমসেদ আলী বলেন যে, পঞ্চায়েতের উন্নয়নের স্বার্থে এবং গরীব দুঃস্থ মানুষদের সরকারি সুযোগ সুবিধা দেবার জন্যই প্রধান তুয়াকুল আলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে।জমসেদ আলী আরো বলেন, সিপিআইএম দলের হবিব উদ্দিন, কংগ্রেস দলের আব্দুল সালাম, আজিরুন নেছা বেগম, বিজেপি দলের ইনুছ আলী, সিরাজ মিঞা, রীনা দেব, রীনা শুক্ল বৈদ্য,পম্পা দেবনাথ, আসব আলী এই নয়জন পঞ্চায়েত সদস্যের স্বাক্ষরিত অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত এলাকার জনগণ জরুরি প্রয়োজনেও পঞ্চায়েত থেকে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

নির্বাচনোত্তর

● প্রথম পাতার পর

পরিসিতি। অনেকে পালিয়ে এসে অমরপুর বিজেপি পার্টি অফিসে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী সময় বিজেপি নেতাদের সহযোগিতায় বীরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে অমরপুর মহাকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি উঠেছে।

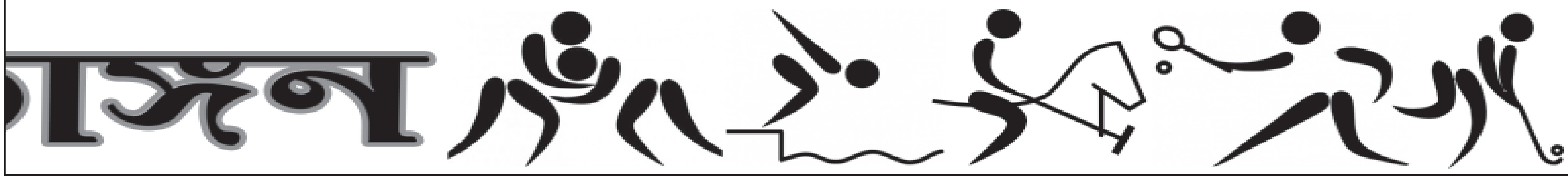

ঘুরে দাঁড়িয়ে টটেনহ্যামকে হারাল ইউনাইটেড

প্রথমার্ধে ভুগতে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বিরতির পর ঘুরে দাঁড়াল দারুণভাবে। টটেনহ্যাম হটস্পারকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিল উলে গুনার সুলশারের দল।প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে রোববার ৩-১ গোলে জিতেছে ইউনাইটেড। সন হিউং-মিনের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে একে একে ইউনাইটেডের হয়ে গোল করেন ফ্রেদ, এদিনসন কাভানি ও ম্যাসন গ্রিনউড।লিগে প্রতিপক্ষের মাঠে এ নিয়ে টানা ২৩ ম্যাচ অপরাজিত রইল ওল্ড ট্রাফোর্ডের দলটি।গত অক্টোবরে আসরে প্রথম দেখায় ইউনাইটেডের মাঠে ৬-১ গোলে জিতেছিল টটেনহ্যাম।সন হিউং-মিনের গোলে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি টটেনহ্যাম হটস্পারের।সন হিউং-মিনের গোলে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি টটেনহ্যাম হটস্পারের।দুই অর্ধে ইউনাইটেডের পারফরম্যান্সে কতটা তফাৎ, তা ফুটে উঠেছে ম্যাচের নানা তথ্য-উপাত্তে। পুরো ম্যাচে ৫৩ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ১২টি শট নেয় আগের রাউন্ডে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ২-১ গোলে হারানো ইউনাইটেড, যার সাতটি ছিল লক্ষ্যে। সেখানে প্রথমার্ধে তাদের গোলের উদ্দেশে নেওয়া একমাত্র শটটি ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট।এলোমেলো ফুটবলে সুযোগ তৈরি করতে পরছিল না কোনা দলই। ৩৩তম মিনিটে কাভানি জালে বল পাঠালেও গোল পায়নি ইউনাইটেড। আক্রমণের শুরুতে সনের মুখে স্কট ম্যাকটমিনে আঘাত করায় ভিএআরের সহায়তায় ফাউল দেন রেফারি।সাত মিনিট পর এগিয়ে যায় আগের রাউন্ডে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মাঠে ২-২ ড্র করা টটেনহ্যাম। দলীয় আক্রমণে ডি-বক্সের মধ্য থেকে বাঁয়ে আড়াআড়ি ক্রস দেন লুকাস মউরা। নিচু শটে কাছের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন দক্ষিণ কোরিয়ান ফরোয়ার্ড সন। আসরে এটি তার ১৪তম গোল।দুই দল মিলিয়ে প্রথমার্ধে এই একটি শটই ছিল লক্ষ্যে।এই হেডেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে নেন এদিনসন কাভানি।এই হেডেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে এগিয়ে নেন এদিনসন কাভানি।৫৭তম মিনিটে সমতায় ফেরে প্রতিযোগিতার সফলতম দল ইউনাইটেড। ফ্রেদের পাসে কাছ থেকে নেওয়া কাভানির শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক উগো লরিস, কিন্তু বিপদমুক্ত করতে পারেননি। ছোট বক্সে বল পেয়ে সহজেই জালে জড়ান ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ফ্রেদ।৭৩তম মিনিটে কাছ থেকে নেওয়া হ্যারি কেইনের জোরালো শট ডানে ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন।ছয় মিনিট পর এগিয়ে যায় ইউনাইডেট। খানিক আগে বদলি নামা গ্রিনউডের ক্রসে ডাইভিং হেডে বল জালে জড়ান কাভানি। আর যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে পল পগবার পাস পেয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে জালে বল পাঠিয়ে জয় নিশ্চিত করেন গ্রিনউড।ম্যাচের অন্তিম সময়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ম্যাসন গ্রিনউড।ম্যাচের অন্তিম সময়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ম্যাসন গ্রিনউড।টানা চতুর্থ জয় পাওয়া ইউনাইটেড ৩১ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। সমান ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাতে জোসে মরিনিয়োর টটেনহ্যাম।একই দিন পয়েন্ট তালিকার তিনে থাকা লেস্টার সিটিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে চারে উঠে এসেছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড। ৩১ ম্যাচে লেস্টারের পয়েন্ট ৫৬, এক পয়েন্ট পিছিয়ে ওয়েস্ট হ্যাম।পাঁচে নেমে যাওয়া চেলসির পয়েন্ট ৩১ ম্যাচে ৫৪।৩২ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি।

বার্সার 'নতুন এতো' দেম্বেলে

বার্সেলোনায় নতুন ভূমিকার সঙ্গে নতুন নাম পেয়েছেন উসমান দেম্বেলে। ফরাসি এই ফরোয়ার্ড জানালেন, ড্রেসিংরুমে তাকে সামুয়েল এতো বলে ডাকেন তার সতীর্থরা। কাতালান ক্লাবটিতে বাজে সময় পেছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দেম্বেলে। চলতি মৌসুমে বেশ ছন্দে আছেন তিনি। বদলে গেছে তার পজিশনও। লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে যাওয়া আনসু ফাতির জায়গায় এখন তাকে মূল স্ট্রাইকার হিসেবে খেলাচ্ছেন কোচ রোনাল্ড কুমান। এ কারণেই মূলত সতীর্থরা তাকে ওই নাম দিয়েছে, বিন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন দেম্বেলে। "এখন আমি স্ট্রাইকার হিসেবে খেলছি, তারা ড্রেসিংরুমে আমাকে সামুয়েল এতো বলে ডাকে।' ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার এতো বার্সেলোনায় ২০০৪-০৫ থেকে খেলেন পাঁচ মৌসুম। কাম্প নউয়ে দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, তিনটি লা লিগাসহ জেতেন বেশ কিছু শিরোপা। দলের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪৪ ম্যাচে করেন ১০৮ গোল। ২০১৭ সালে নেইমার কাম্প নউ ছেড়ে পিএসজিতে চলে যাওয়ার পর ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের শূন্যতা পূরণে দেম্বেলেকে দলে টানে বার্সেলোনা। কিন্তু একের পর এক চোটে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি দেম্বেলে। অনেকটা সময় ছিলেন মাঠের বাইরে। চলতি মৌসুমে সেই চিত্র অনেকটাই পাল্টেছে। বার্সেলোনার সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ আছে ২০২২ সাল পর্যন্ত। চুক্তি নবায়ন করবেন নাকি মেয়াদ শেষে চলে যাবেন দেম্বেলে?"চুক্তি নবায়ন নিয়ে এখনও কোনো আলোচনা হয়নি। তবে এখানে আমি ভালো অনুভব করছি।"

রাহুল-হুডার বিস্ফোরক ব্যাটিং

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রাহুল-হুডার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে জোরে চতুর্দশ আইপিএলে দলের প্রথম ম্যাচে রানের পাহাড় গড়ল পঞ্জাব কিংস। টস জিতে পঞ্জাব কিংসকে এদিন ব্যাটিং'য়ে আমন্ত্রণ জানান রয়্যালসদের নয়া অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। শুরু থেকেই রয়্যালস বোলারদের উপর চেপে বসেন পঞ্জাব ব্যাটসম্যানরা। ময়াঙ্ক আগরওয়াল ৯ বলে ১৪ রান করে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেট পার্টনারশিপে ক্রিজে ঝড় তোলেন রাহুল-গেইল জুটি। দুই'য়ের ৭৭ রানের জুটিতে ৪০ রানের অবদান রাখেন গেইল। জামাইকানের ২৮ বলের ইনিংস সাজানো ছিল ৪টি চার ২টি ছয়ে। আইপিএলে এদিন ৩৫০ ছক্কা হাঁকানোর মাইলস্টন ছুঁয়ে ফেলেন গেইল। ব্যাট হাতে গত মরশুমে মরুশহরের স্মৃতি উসকে দিতে থাকেন রাহুল। তৃতীয় উইকেটে হুডার সঙ্গে জুটি বেঁধে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন পঞ্জাব অধিনায়ক। পুরানকে সরিয়ে ব্যাটিং-অর্ডারে উপরে উঠে এসে ৪টি চার এবং ৬টি বিশাল ছয়ে মাত্র ২৮ বলে ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন হুডা। তাঁর অর্ধশতরান আসে ২০ বলে। রাহুলের সঙ্গে হুডার জুটিতে ৪৬ বলে ওঠে ১০৫ রান। এই দুই ব্যাটসম্যানের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখাচ্ছিল রয়্যালস বোলারদের। হুডা ৬৪ রানে আউট হলেও থামানো যাচ্ছিল না পঞ্জাব অধিনায়ক রাহুলকে। অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর আরও বিস্ফোরক রাহুল শতরানের দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন রাহুল কিন্তু অন্তিম ওভারে চেতন শঙ্করিয়ার ডেলিভারিতে রাহুল তেওয়াটির দুরন্ত ক্যাচে শতরান হাতছাড়া করেন তিনি। শেষ অবধি ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২২১ রান স্কোরবোর্ডে তোলে পঞ্জাব। তবে রাজস্থানের হয়ে বল হাতে নজর কাড়েন চেতন শঙ্করিয়া। ৩১ রানে ৩ উইকেট নেন এই তরুণ বোলার। সঙ্গে নিকোলাস পুরানকে দুরিন্ত ক্যাচে ডাগ-আউটে ফেরান গত মরশুমে আরসিবির এই নেট বোলার। সবমিলিয়ে প্রথম ম্যাচে জয় পেতে গেলে রেকর্ড রান তাড়া করতে হবে রয়্যালসকে।

আইপিএলের ইতিহাসে বিরল রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিস গেইল

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ২০২১ আইপিএলে অভিযান শুরু করছে পঞ্জাব কিংস।

প্রথম একাদশে জায়গা হলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে চতুর্দশ আইপিএলে তাদের প্রথম ম্যাচেই মাইলস্টোন ছুঁতে পারবেন গেইল। একটি মাত্র ছক্কা হাঁকালেই আইপিএলের ইতিহাসে বিরল রেকর্ড গড়বেন তিনি। এদিন একবার বল গ্যালারিতে ফেলতে পারলেই আইপিএলে ৩৫০টি ছক্কা মারার মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন 'দ্য ইউনিভার্স বস'। আইপিএলে সবথেকে বেশি ছয় মারার রেকর্ড গেইলের পকেটেই রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৩২টি ম্যাচে ৩৪৯টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারেকাছে নেই বাকিদের কেই। শুধু তাই নয়, আইপিএলে বাকিদের মধ্যে কেউ ২৫০টি ছক্কার গণ্ডিও ছুঁতে পারেননি।

এদিন সেই রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে আরও এক মাইলস্টোনের সামনে গেইল। এই ম্যাচে ১টি ছক্কা হাঁকালেই প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে ৩৫০টি ছয় মারার অনন্য নজির গড়বেন তিনি। এছাড়াও এবারের আইপিএলে ১৬টি ছক্কা হাঁকালে প্রীতির দলের হয়ে শততম ছয় মারার মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন ক্যারিবিয়ান তারকা। শুধু ছক্কা হাঁকানো নয়, বাউন্ডারি মারার ক্ষেত্রেও মাইলস্টোনের সামনে রয়েছেন গেইল। ২০২১ আইপিএলে ১৬টি বাউন্ডারি মারলে মারলে আইপিএলে ৪০০টি বাউন্ডারি মারার নজির গড়বেন তিনি।

আজ আইপিএলে মুখোমুখি রাজস্থান রয়্যালস ও পঞ্জাব কিংস

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : আজ সোমবার ১৪ তম আইপিএল-এ মাঠে নামছে রাজস্থান রয়্যালস ও পঞ্জাব কিংস। এদিন দুদলেরই প্রথম ম্যাচ। তবে রাজস্থান রয়্যালস টিম ম্যানেজমেন্টের চিন্তার কারন পঞ্জাব কিংসের ক্রিস গেইলের মতো বিধ্বংসী ব্যাটসম্যানকে নিয়ে। অধিনায়ক লোকেশ রাহুলও দারুণ ছন্দে। এছাড়াও রয়েছেন দাওয়িদ মালানের মতো বিশ্বের সেরা টি২০ ব্যাটসম্যান, মায়াঙ্ক আগরওয়ালরা। আবার বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের আটকাতে জোফ্রা আর্চারের ওপর ভরসা করেছিল রাজস্থান রয়্যালস টিম ম্যানেজমেন্ট। তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে আর্চারের চোট। হাতের আঙ্গুলে অস্ত্রোপচার হওয়ায় আইপিএলের শুরুর দিকে খেলতে পারবেন না ইংল্যান্ডের এই জোরে বোলার। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার আগে এটাই চিন্তায় রাখছে রাজস্থান রয়্যালস টিম ম্যানেজমেন্টকে।

এদিকে স্টিভ স্মিথকে ছেড়ে দিয়ে এবছর সঞ্জু স্যামসনের হাতে নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ। জাতীয় দলে ডাক পেলেও একটা ম্যাচেও খেলারস সুযোগ পাননি। নিজেকে প্রমাণ করার চাপ সঞ্জুর ওপর থাকবে। সেকথা মেনে নিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালস কোচ সাঙ্গাকারা।

প্রিমিয়র লিগে টটেনহ্যামকে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

লন্ডন, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার প্রিমিয়র লিগে টটেনহ্যামের ঘরের মাঠে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে আরও একবার দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

টটেনহ্যামকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষে থাকা চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে ১১ পয়েন্টে নামিয়ে আনল তারা। তাও আবার এক ম্যাচ কম খেলে। লাস্ট ল্যাপে বড়সড় কোনও অঘটন না ঘটলে খেতাব সিটির হাতে উঠছে জেনেও হাল ছাড়তে নারাজ সোল্কজায়ের অ্যান্ড কোং। টটেনহ্যামকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে ইংলিশ টপ ফ্লাইটে এখন টানা ২৩ ম্যাচ অপরাজিত ম্যান ইউ। ৩-১ জিতে ৩১ ম্যাচে ম্যান ইউ'য়ের সংগ্রহে ৬৩ পয়েন্ট। সেখানে ৩২ ম্যাচে শীর্ষস্থানীয় সিটির ঝুলিতে ৭৪ পয়েন্ট।

PNIeT No: 03/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 09/04/2021

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 30-04-2021** for the work **Proposed Construction of MLA Hostel at Capital Complex, Agartala, West Tripura / SH: Construction of Transformer Base (size 9.850mx 5.00m) including peripheral hard drawn fencing (15.00m x 7.50m).** For Details visit website https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Estimated Cost: Rs.7,70,290.00, Earnest Money: Rs. 7,703.00 and Time for completion: 60 (Sixty) days

(Er. P. P. Ghosh Adhikiri)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(R&B),
Kunjaban Extensio,Agartala, Tripura(W)

ICA-C-66/2021-22

P N I e-T NO: 02/ EE-BSLD / PWD 2021-22, Dated, 09/04/2021.

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gukulnagar, Bishalgarh,Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10-05-2021 for the following work:

Sl.No	DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 32/CE/ PWD(R&B)/ ACE (P&DU)/2021-22.	Rs.6,34,43,244/-	Rs.6,34,432/-	18(Eighteen)months

For details visit website https://tripuratenders.gov.in.

(Er.S.Sarkar)
Executive Engineer,
Bishalgarh Division, PWD(R&B)
Sepahijala, Tripura.

ICA-C-59/2021-22

বায়ার্ন ম্যাচেই নিজেদের মাঠের পারফরম্যান্সের উন্নতি হবে: পচেত্তিনো

প্রতিপক্ষের মাঠে যতটা উজ্জ্বল, ঘরের মাঠে ততটাই বিবর্ণ-সাম্প্রতিককালে পিএসজির পারফরম্যান্সের চিত্র এমনই। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চেনা আঙিনায় সবশেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটিতে হেরেছে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। দলটির কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনোর আশা, বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে সেই মলিনতা কাটিয়ে উঠবে পিএসজি।চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে আগামী মঙ্গলবার বায়ার্নের মুখোমুখি হবে পিএসজি। প্রথম লেগে প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে কিলিয়ান এমবাপের নৈপুণ্যে ৩-২ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছিল তারা।শেষ ষোলোয় বার্সেলোনার মাঠ কাম্প নউয়ে ৪-১ গোলের বড় জয় পেয়েছিল পিএসজি। কিন্তু নিজেদের মাঠে করেছিল ১-১ ড্র। লিগ ওয়ানে নয় দিন আগের হোম ম্যাচে লিলের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল তারা।বায়ার্ন ম্যাচ সামনে রেখে সোমবারের সংবাদ সম্মেলনে পচেত্তিনো জানালেন ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়।"মানছি, আমরা নিজেদের মাঠের চেয়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে তুলনামূলকভাবে ভালো করছি। মৌসুমের শেষে এই বিষয়গুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তবে আশা করি, বিষয়গুলো বদলে যাওয়ার শুরুটা আগামীকাল থেকে হবে।"বায়ার্নের বিপক্ষে ফিরতি লেগে সেরা একাদশে অধিনায়ক মার্কিনিয়োসকে হয়তো পাবে না পিএসজি। এমনকি প্রথম লেগে পেশিতে চোট পাওয়া এই ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তায় পচেত্তিনো।"এখনও জানি না সে খেলবে কিনা। আগামীকাল সে কেমন অনুভব করে, সেটা আমরা দেখব। সে স্কোয়াডে থাকতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি না শুরু থেকে খেলবে। হয়তোবা সে বেঞ্চে থাকবে।"ইতালিয়ান মিডফিল্ডার মার্কো ভেরাত্তি, ফুলব্যাক আলেসান্দ্রো ফ্লোরেন্সিকে নিয়েও দোটানা আছে। দুজনেই করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হয়েছিলেন। দুজনের ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পচেত্তিনো।"মার্কোর শুরু থেকে খেলা কঠিন। ফ্লোরেন্সির পরিস্থিতি আমরা আগামীকাল পর্যালোচনা করব।"প্রথম লেগের জয়ে এগিয়ে থাকলেও বায়ার্নকে আগের মতোই সমীহ করছে পচেত্তিনো। জানালেন, জার্মানির দলটির বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগে সাফল্যে নির্ভর করবে 'পিএসজির খেলোয়াড়দের মনোভাবের' উপর।"বার্সেলোনার বিপক্ষেও বল পায়ে রাখা কঠিন ছিল (আমাদের জন্য)। তবে কে খেলছে, সেটা বিষয় নয়। সফল হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে দলগত পারফরম্যান্সের ওপর।" "বার্সেলোনার ম্যাচ এখন অতীত আর বায়ার্ন ম্যাচ ভিন্ন গল্প। এমন মুহূর্ত আসবে, যখন আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে এবং ওই মুহূর্তগুলোতে আমাদের প্রয়োজন হবে সংহতি এবং দৃঢ়তা দেখানো।"

লাকাজেতের জোড়া গোলে আর্সেনালের জয়

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলা আর্সেনাল দুই ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেয়েছে। দাপুটে পারফরম্যান্সে পয়েন্ট টেবিলের তলানির ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডকে উড়িয়ে দিয়েছে মিকেল আর্তেতার দল।প্রতিপক্ষের মাঠে রোববার ৩-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। জোড়া গোল করেন আলেকসঁদ লাকাজেত, একটি গাব্রিয়েল মার্তিনেলি।সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চার ম্যাচ পর জিতল তারা।গত রাউন্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে ৩-০ গোলে হারা আর্সেনাল শুরু থেকে বল দখলে এগিয়ে থাকলেও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের তেমন পরীক্ষা নিতে পারছিল না। ৩৩তম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা।বুকায়ো সাকাকে পাস দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন লাকাজেত। সাকার পাস খুঁজে নেয় দানি সেবাইয়োসকে। তার ব্যাকহিল ফ্লিকে বল পেয়ে ডান পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড লাকাজেত।দ্বিতীয়ার্ধেও প্রতিপক্ষের ওপর চাপ ধরে রেখে ৭১তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সফরকারীরা। ডি-বক্সে ঢুকে নিকোলাস পেপের নেওয়া শট গোলরক্ষক ফেরানোর পর কাছ থেকে ফাঁকা জালে বল পাঠান মার্তিনেলি।৪৪৬ দিন পর প্রিমিয়ার লিগে গোল পেলেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এর আগে সবশেষ তিনি জালের দেখা পেয়েছিলেন ২০২০ সালের জানুয়ারিতে, চেলসির বিপক্ষে।৮৫তম মিনিটে টমাস পার্টির থ্রু বল ধরে ডান পায়ের শটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন লাকাজেত। চলতি মৌসুমে লিগে তার গোল হলো ১৩টি, সব মিলিয়ে ৫০টি।৩১ ম্যাচে ১৩ জয় ও ছয় ড্রয়ে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে উঠেছে আর্সেনাল। শেফিল্ড ইউনাইটেডের পয়েন্ট ১৪।দিনের অন্য ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জেতা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে।ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩-২ গোলে হেরে গেছে লেস্টার সিটি, ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে তিন নম্বরে। ৩২ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় ম্যানচেস্টার সিটি।

অলিম্পিকে সোনাজয়ী আর্জেন্তিনাকে ফের হারাল ভারত

বুয়েনস আয়রিস, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : প্রথম ম্যাচে পেনাল্টি শুট আউটে থ্রিলার জয়ের পর হকি প্রো লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেও আর্জেন্তিনাকে হারাল ভারত। রবিবার বুয়েনস আয়রসে অলিম্পিক সোনাজয়ীদের ৩-০ গোলে হারাল মেন ইন ব্লু। ভারতের হয়ে জয়সূচক গোলগুলি করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং, ললিত উপাধ্যায় এবং মনদীপ সিং।

এদিন জয়ের ফলে হকি প্রো লিগে পয়েন্টের নিরিখে চতুর্থস্থানে উঠে এল টিম ইন্ডিয়া। আপাতত তারা অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে। আত ম্যাচ থেকে ভারতের সংগ্রহে ১৫ পয়েন্ট। অন্যদিকে ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠস্থানে আর্জেন্তিনা। আসন্ন টোকিও অলিম্পিকে পুল-এ'তে আর্জেন্তিনার সঙ্গেই রয়েছেন ভারতীয় দল। এছাড়াও পুল-এ'তে বাকি দলগুলো হল অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, নিউজিল্যান্ড এবং হোম টিম জাপান। প্রথম ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে রবিবার দাপুটে শুরু করে আর্জেন্তিনা। আর প্রতিপক্ষকে ৩-২ গোলে হারিয়ে বোনাস পয়েন্টও সংগ্রহ করে ভারতীয় দল।

পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত রয়্যালসের

মুম্বই, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। পঞ্জাব কিংসের জার্সিতে আইপিএল অভিষেক হল তিন ক্রিকেটারের। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সেনসেশন শাহরুখ খান, রিলে মেরেডিথ এবং ঝাই রিচার্ডসনের।

এবার নতুন অধিনায়কের হাত ধরে ২০২১ আইপিএলে নামল গত আইপিএলে আট নম্বরে শেষ করা রাজস্থান রয়্যালস। এদিন দলে চার বিদেশি হল মরিস, বাটলার, স্টোকস ও ফিজ।' রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে এদিন প্রথমবার মাঠে নামলেন মুস্তাফিজুর রহমান ও শিভম দুবে। টস হেরে পঞ্জাব কিংস ক্যাপ্টেন রাহুল বলেন, 'আমরাও প্রথমে বোলিং করতে চেয়েছিলাম। তবে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করব। দলের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। নতুনদের নিয়ে আমি খুশি। আশা করি আমরা ভালো শুরু করতে পারব। দলে চার বিদেশি হল, গেইল, পুরান, রিচার্ডসন ও মেরেডিথ।' রাজস্থান রয়্যালস: জোস বাটলার, মনন ভোরা, বেন স্টোকস, সঞ্জু স্যামসন (ক্যাপ্টেন), রিয়ান পরাগ, শিভম দুবে, রাহুল তেওটিয়া, ক্রিস মরিস, শ্রেয়স গোপাল, চেতন সাকারিয়া ও মুস্তাফিজুর রহমান। পঞ্জাব কিংস: লোকেশ রাহুল (ক্যাপ্টেন), ময়াঙ্ক আগরওয়াল, ক্রিস গেইল, নিকোলাস পুরান, দীপক হুডা, শাহরুখ খান, ঝাই রিচার্ডসন, মরুগান অশ্বিন, রিলে মেরেডিথ, মহম্মদ শামি ও অর্শদীপ সিং।

ABRIDGE NOTICE FOR SUBMISSION OF QUOTATIONS FOR SUPPLY OF 1 (ONE) NOS OF 25 KVA DIESEL GENERATOR UNDER TRLM

Sealed quotations are hereby invited from registered suppliers of 1 (one) nos of 25 KVA Diesel Generator under Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM), Gurkhabasti, Near Bholagiri Ashram, Agartala, Tripura, pin- 799006. NIQ along with EMD of **Rs. 10,000/-** (Rupees Ten Thousand only) shall be received in the office of SMMU, TRLM upto 3.00 P.M on 26/04/2021. Detailed NIQ may be seen on the websites www.rural.tripura.gov.in/ www.trlm.tripura.gov.in/ www.tripura.gov.in

Sd/-Illegible
Chief Executive Officer
(Addl. Secretary, RD Deptt.)
Tripura Rural Livelihood Mission

ICA-C-72/2021-22

সন্ধান চাই

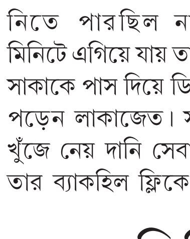

গত ১৬/০৩/২০২১ তাং শ্রীমতি স্বপনা মাহিষ্য দাস (১৮), পিতা - শ্রী অনুকুল মাহিষ্য দাস, সাং - মাকুমছড়া, থানা - কাঞ্চনপুর, জিলা - উত্তর ত্রিপুরা। শ্রী অনুকুল মাহিষ্য দাসের যুবতি কন্যা বাড়ির লোকজনদের কোন কিছু না বলে বাড়ি হইতে চলে যায় এবং অদ্যবদি বাড়িতে ফিরে আসেনি। তাহার চেহারার বর্ণনা হল বয়স অনুমান ১৮ বৎসর, উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট, গায়ের রং - শ্যামলা, মুখমণ্ডল গোলাকার, মাথায় লম্বা ও কালো চুল আছে, পরনে - চুড়িদার। উক্ত সংবাদ মূলে লালজুরী আউটপোস্ট (থানা কাঞ্চনপুর) জি.ডি. নং ১০ তারিখ ২১/০৩/২০২১।

উপরোক্ত নিখোঁজ মহিলার কোন সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

=ওসি কাঞ্চনপুর থানা ফোন নং ০৩৮২৪-২৬৫২০৯।
=এস.ডি.পি.ও. কাঞ্চনপুর ফোন নং ০৩৮২৪-২৬৫২১৩।
=এস.পি. উত্তর ত্রিপুরা ফোন নং ০৩৮২২-২৩৪৪৬৬।
=পুলিশ কন্ট্রোল, উত্তর ত্রিপুরা নং ০৩৮২২-২২৪৪১১।

ICA-D-043/2021-22

ত্রিপুরা সরকার

তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর

ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী-২০২১

মহাশয়/মহাশয়া,

আধুনিক ভারতের রূপকার, সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা, ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ১৪ই এপ্রিল ২০২১ বুধবার, সকাল ৮ ঘটিকায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ড. বি. আর. আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হবে।

আপনার/আপনাদের, সানুরাগ উপস্থিতিতে নন্দিত হউক এই মহতী অনুষ্ঠান।

বিনীত
অধিকর্তা
তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর
আগরতলা ঃ ত্রিপুরা

ICA-D-037/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ইটভাট্টা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীতে শ্রম কমিশনারের অফিসে ধরণা আন্দোলন। সোমবার তোলা ছবি নিজস্ব।

দেশজুড়ে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ, দৈনিক আক্রান্ত ১.৬৮ লক্ষাধিক, মৃত্যু বেড়ে ১,৭০,১৭৯

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সংক্রমণের সংখ্যা ১,৬৮,৯১২ জন। এরমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের করোনাভাইরাসের মোকাবিলার জন্য তৈরি বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দিল্লি বিহার সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে স্কুল কলেজ এর মতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি করুণা টিকাকরণ অভিযান দেশজুড়ে চলছে সমানতালে। তবে সুখবর হল দেশীয় দুইটিকা কোভ্যাকসিন ও কোভিশিল্ডের পর এবার দেশে আসছে রাশিয়ার টিকা। দৈনিক করোনা-সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। বাড়তে বাড়তে ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১.৬৮-লক্ষাধিক দেশবাসী। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৮,৯১২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৯০৪ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ১২.০১-লক্ষের (৮.৮৮ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৫,০৮৬ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,২১,৫৬,৫২৯ জন করোনা-রোগী (৮৯.৮৬ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ১,৬৮,৯১২ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৩৫,২৭,৭১৭-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯০৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭০,১৭৯ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ০১ হাজার ০০৯ জন (৮.৮৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে একধাক্কায় বেড়েছে ৯২,৯২২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৬৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৯,৩৩,৪১৮ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের কাজেও এবার প্রভাব ফেলল করোনা। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বহু কর্মী সদস্য। তাই নিজ নিজ বাড়িতে থেকেই মামলার শুনানি করবেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতের বহু কর্মীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের কর্মীদের মধ্যে এই পরিমাণে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আপাতত বাড়ি থেকেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত মামলার শুনানি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আদালত চত্বর, আদালতের সব ঘর জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ চলছে। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে আদালতের সিঙ্গল বা ডিভিশন বেঞ্চগুলো বসবে। ডিইইউ, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, ১০.৩০-এ সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চের বসার কথা ছিল সেই বেঞ্চ বসেছে ১১.৩০ মিনিটে এবং এগারোটায় যে বেঞ্চের বসার কথা ছিল সেই বেঞ্চ বসেছে দুপুর বারোটায়।

আবার করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তে যখন গোটা দেশ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত, এই সময়ে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় ধরা পড়ল ভিন্ন ও আতঙ্কের চিত্র। সোমবার কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী ও সাধুরা শাহি স্নান করলেন হরিদ্বারের গঙ্গায়। ফলে হর কী পৌরি-সহ সর্বত্রই কোভিড বিধি প্রায় শিকেয় উঠেছে। সকাল সাতটা পর্যন্ত শাহি স্নান করেন সাধারণ ভক্তরা, এরপরই হর কী পৌরিতে শাহি স্নান করেন জুনা আখারার সাধুরা, শাহি স্নান করেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধুরা। আশ্চর্যের বিষয় হল, সামাজিক দূরত্ব তো দূর অস্ত বহু পুণ্যার্থীর মুখে মাস্ক পর্যন্ত ছিল না। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোভিড বিধিনিষেধকে যেন 'প্রহসনে' পরিণত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সামাজিক দূরত্ব অগ্রাহ্য করে, মাস্ক না পরে ঘেঁষাঘেষি ভাবে গঙ্গায় স্নান করেছেন। প্রতি ১২ বছর অন্তর কুম্ভমেলা হয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী শাহি স্নানের জন্য আসেন হরিদ্বারে। কিন্তু এ বারের কুম্ভমেলা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে হচ্ছে। দেশে করোনার প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তাই গঙ্গার সমস্ত ঘাটে কোভিড বিধি মেনে চলার নির্দেশিকা জারি করেছে প্রশাসন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বড় জমায়েত এড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু পুণ্যার্থীদের অনেকেই বলছেন, বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। বাস্তবেও তাই দেখা গেল।

তবে খুশির খবর কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিনের পর করোনা মোকাবিলায় রাশিয়ায় তৈরি স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনকে ছাড়পত্র দিল দেশের কোভিড সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি। ফলে এই নিয়ে ভারতে ছাড়পত্র পেল করোনার তৃতীয় ভ্যাকসিন। এ বার ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই) অনুমতি দিলেই ভারতের তৃতীয় টিকা হিসেবে ব্যবহার করা হবে স্পুটনিক ভি-কে। এর ফলে এদেশে টিকার চাহিদা অনেকটাই মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্পুটনিক ফাইভ ভ্যাকসিনকে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মৃত্যু, ফের উত্তাল আমেরিকা

নিউইয়র্ক, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : ফের বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগে উত্তাল আমেরিকার মিনিয়াপোলিস। পুলিশের হাতে ফের এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল মিনিয়াপোলিসের রাস্তা। রবিবার ডান্ট রাইট নামে আরও এক যুবকের মৃত্যু হল পুলিশের গুলিতে। যার প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ ব্রুকলিন সেন্টারের থানার সামনে রবিবার রাত থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। এখনও চলছে তা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয় পুলিশকে।

স্থানীয় প্রশাসন সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে জানিয়েছে, "এক পুলিশ অফিসারের গুলি চালানোর বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে।" যদিও প্রশাসনের তরফে গুলিবিদ্ধ যুবকের পরিচয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে ব্রুকলিন সেন্টার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তরফে দাবি করা হয়, ট্রাফিক আইন ভাঙার জন্য এক যুবককে গাড়ি থেকে বার করে আনা হয়। যুবকের পরিচয় জানার পর পুলিশ অফিসাররা দেখেন তাঁর নামে আগে থেকেই সমন ঝুলে রয়েছে। ওই যুবক ফের গাড়িতে ঢুকে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন পাশে থাকা বান্ধবীও।

এদিকে, ডান্টের মা কেটি রাইট জানিয়েছেন, রবিবার সন্ধের দিকে তাঁর ছেলে ফোন করে বলে, পুলিশ তাকে আটক করেছে। পাশ থেকে শোনা যাচ্ছিল এক পুলিশ অফিসার তাকে বার বার ফোনটা রাখতে বলছিলেন। শেষে কেউ এক জন ফোনটা কেটে দেন। একটু পরে ডান্টের বান্ধবী ফোন করে কেটিকে জানান, পুলিশ ডান্টেকে গুলি করেছে। ওই বান্ধবীও আহত হয়েছেন।

এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা মিনিয়াপোলিস এলাকা। হাজার হাজার মানুষ বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। রাস্তায় চক দিয়ে লিখে দেওয়া হয়, 'জাস্টিস ফর ডান্ট রাইট'। ব্রুকলিনের মেয়র মাইক ইলিয়ট ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেছেন বিক্ষোভ যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলে।

জর্জ ফ্লয়েডের স্মৃতি এখনও টাটকা। গত বছর ২৫ মে মিনিয়াপোলিসে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের। সেই ঘটনার বর্ষপূর্তির আগে ফের একই রকম অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হল আমেরিকার মিনিয়াপোলিস।

রাফাল নিয়ে নতুন জনস্বার্থ মামলা সুপ্রিম কোর্টে, ২ সপ্তাহ পর শুনানি

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : দুই সপ্তাহ পরে সুপ্রিম কোর্টে উঠবে রাফাল মামলা। ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবরের জেরে রাফাল নিয়ে নতুন এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদে জানিয়েছেন, ২ সপ্তাহ পর এই মামলার শুনানি শুরু হবে। ফরাসি সংবাদপত্র মিডিয়াপার্টের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, রাফালে চুক্তিতে ডেফসিস সলিউশন নামের এক ভারতীয় সংস্থাকে প্রায় ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এই ডেফসিস সলিউশনের মালিক সুষেন গুপ্তা। এই টাকার বিনিময়ে সুষেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের গোপন নথি ফ্রান্সের সংস্থাটির কাছে ফাঁস করেছিলেন বলে অভিযোগ। যার ফলে দর কষাকষিতে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল দাসল্ট। যদিও দাসল্টের তরফে দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কথা বলার জন্য বারাসতের জনসভায় মমতাকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বারাসত, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ ঘটেছে মমতার। এমনইভাবে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে পঞ্চম দফার নির্বাচনের আগে সোমবার তিনটি জনসভা করলেন তিনি। এদিন তিনি বর্ধমান, নদীয়ার কল্যাণীর পর উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতে জনসভা করেন। এদিন বারাসতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে প্রশ্ন তুললেন, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা কেন বলেন না মমতা? কেন হিংসায় অভিযুক্তদের শাস্তি চান না তিনি? শীতলকুচির ঘটনা নিয়ে এবার তৃণমূলকে সরাসরি আক্রমণ করল বিজেপি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে তৃণমূল কর্মীদের মৃত্যুর ঘটনায় গেরুয়া শিবির যাতে কোনওভাবেই চাপে না পড়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে পালটা আক্রমণের পথে হাঁটছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কল্যাণীর সভায় শীতলকুচির ঘটনার জন্য পরোক্ষে তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন।

কল্যাণীর সভার সুর টেনেই বারাসতে তিনি দাবি করলেন, "আদিবাসী, এসসি-এসটিদের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন মমতা। মমতা এঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চান।" প্রধানমন্ত্রীর দাবি, মানুষ যাতে ভোট দিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতেই রাজ্যের ভোটে হিংসায় ইন্ধন দিচ্ছেন মমতা। সমবেত জনতার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, কখনও শুনেছেন মমতাকে শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা বলতে? কখনও শুনেছেন রেকর্ড হারে ভোটদানের কথা বলতে?" মোদির দাবি,"দিদি চান না বেশি ভোট পড়ুক। কারণ দিদি জানেন এত বেশি ভোট বিজেপির পক্ষে হচ্ছে।" প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, "এরাজ্যের ভোটে যা যা চলছে, সব দিদির চোখের সামনে হচ্ছে। দিদি দেখেশুনেও চুপচাপ।" তাঁর প্রশ্ন, ভোটের এই হিংসা কার ইশারায়? কখন হয়? কীভাবে হয়? মোদীর দাবি, "যে কোনও মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে চান মমতা। একজন মুখ্যমন্ত্রী কখনও এসব কথা বলতে পারেন না। এখানে মমতা হিংসা ছড়াতে চাইছেন, অশান্তি চাইছেন। পঞ্চায়েতের মতোই এই ভোটেও অশান্তি ছড়াতে চাইছেন। আপনার সব ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষ বানচাল করে দেবে।"

বারাসতের সভায় আরও একবার প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় ছিলেন তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, "মমতা বাংলার যুবকদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুটোই বরবাদ করছেন শুধু নিজের ভাইপোর ভবিষ্যৎ ঠিক করতে। দিদির জন্য শুধু ভাইপোই কি সব?" বারাসতে দাঁড়িয়ে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আলাদা করে টার্গেট করলেন মোদী। তিনি নাম না করে নিশানা করে বলেন, "যিনি গরিবের অন্ন চুরি করেছেন, সেই চালচোর যেন কোনওভাবেই বিধানসভায় না যায়।"

ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তীর ফেইসবুক একাউন্ট হ্যাক করেছে দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ এপ্রিল।। শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তীর ফেইসবুক একাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ডাক্তারবাবু আগরতলা পূর্ব থানায় একটি এফআইআর করেছেন। পুলিশ হ্যাকারকে সনাক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন, কিছুদিন ধরেই তাঁর পরিচিত কিছু লোকের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন তাদের কাছে নাকি তিনি টাকা পয়সা সাহায্য চাইছেন। পরিচিতদের কাছ থেকে এই কথা শুনে তিনি তো অবাক বনে গিয়েছেন। তখন তিনি বিষয়টি নিজস্ব ভাবে খতিয়ে দেখেন। তিনি জানতে পারে তাঁর ফেইসবুক একাউন্ট কেউ হ্যাক করেছে এবং ফেইসবুকের মেসেজিং অপশনে গিয়ে এই দুঃস্কর্ম করেছে হ্যাকাররা। বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তিনি এই ব্যাপারে পূর্ব থানায় এফআইআর করেন। ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন, তিনি তাঁর সমস্ত ফেইসবুক বন্ধু, পরিচিতদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবসর নিচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার ১৩ এপ্রিল অবসর নিচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। তাঁর জায়গায় নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন সুশীল চন্দ্র। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট চলাকালীনই অবসর নিচ্ছেন অরোরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে ৬ বছর কাজ করেছেন অরোরা। এবার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মাঝেই তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ। এই প্রথম নির্বাচন চলাকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন।

মাসখানেক আগে তিনিই পাঁচ রাজ্যের নির্বানের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। সুনীল অরোরার ঘনিষ্ঠ মহলে কান পাতলেই শোনা যায় তাঁর রসবোধের কথা। বেশ রসিক মানুষ তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে নানা সময় তাঁকে মজার-মজার কথা বলতেও শোনা গিয়েছে। গোটা দেশের নির্বাচন পরিচালনার ভার দক্ষ হাতে সামলেছেন বছরের পর বছর ধরে। বিতর্ক তৈরি হলেও তাতে দমেননি সুনীল অরোরা। কর্তব্য অবিচল থেকে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। করোনাকালে দেশে নির্বাচন পরিচালনা করা ছিল মস্ত একটা চ্যালেঞ্জ। বিহারেই করোনাকালে প্রথম ভোট হয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে বিহার নির্বাচন পরিচালনা করেছেন দুঁদে এই সরকারি কর্তা। বিহারের পর পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা করা প্রথম থেকেই মস্ত চ্যালেঞ্জ ছিল সুনীল অরোরার কাছে। বাংলার নির্বাচন আট দফায় করছে কমিশন। সুনীল অরোরাই এব্যাপারে ডেপুটিদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

অবশেষে মঙ্গলবার ১৩ এপ্রিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব থেকে বিদায় নেবেন এই প্রবীণ কমিশনার। তাঁর জায়গায় নতুন কমিশনার হচ্ছেন সুশীল চন্দ্র। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ৬ বছরের কার্যকালের মেয়াদ আজই শেষ সুনীল অরোরার।

স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে করোনার টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১২ই এপ্রিল।। আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় কোভিড ১৯ টিকাকরণ শিবির। মোট ১৮৮ জন সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন ও কোভিড ১৯ টিকার প্রথম ডোজ নেন। সোমবার সকাল ১০ টায় এই শিবিরের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্ব্যাস্থ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জে কে সিনহা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের এম ডি সিদ্ধার্থ জয়সোয়াল, পশ্চিম জেলার চিফ মেডিকেল অফিসার ডঃ দেবাশীষ দাস, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে ও ক্লাব সম্পাদক প্রণব সরকার। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জে কে সিনহা তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী টিকাকরণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তর সবসময়ই সাংবাদিকদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং আগরতলা প্রেস ক্লাব থেকে এই টিকাকরন শিবিরের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করায় আজ এই বিশাল টিকাকরণ কর্মসূচির আযোজন সম্ভব হযেছে। আজকের এই শিবিরে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে এক বার্তায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন আগরতলা প্রেস ক্লাব সম্পাদক প্রণব সরকার। তিনি এও জানিয়েছেন যে কোভিড ১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজের জন্য শিঘ্রই আরেকটি শিবির আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজন করা হবে ও টিকাকরণের দিন ও তারিখ অগ্রিম জানিয়ে দেওয়া হবে।

মমতার প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি কমিশনের, ধরনায় তৃণমূল নেত্রী

কলকাতা, ১২ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচনী প্রচারে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন ! চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। সোমবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলনেত্রীর একাধিক মন্তব্যের ফলে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেছে কমিশন। তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত। এই নিষেধাজ্ঞার জেরে সোমবার রাত ৮ টা থেকে মঙ্গলবার রাত ৮টা পর্যন্ত প্রচার করতে পারবেন না তৃণমূলনেত্রী। কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আগামীকাল ধরনায় বসতে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সন্ধ্যায় বিজ্ঞপ্তি জারির পরই টুইট করে ধরনায় বসার কথা নিজেই জানিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে স্বাভাবিকভাবেই কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই যশবন্ত সিনহা থেকে ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষ, ডেরেক ও'ব্রায়ান। ঘটনায় কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছেন বাম নেতা তথা যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। অন্যদিকে কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি।

পঞ্চম দফার ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে ২৪ ঘণ্টার নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। সংখ্যালঘু ভোট ভাগের আর্জি জানানো এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মন্তব্যের জেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে নিষেধাজ্ঞা চাপাল নির্বাচন কমিশন। গত ৩ এপ্রিল তারকেশ্বরের সভায় নাম না করে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ) আব্বাস সিদ্দিকিকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। 'শয়তান ছেলে' হিসেবে উল্লেখ করে মমতা বলেছিলেন, 'হাতজোড় করে বলছি যে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হতে দেবেন না। মনে রাখবেন, বিজেপি এলে সমূহ বিপদ আছে। সবচেয়ে বেশি (বিপদ) আপনাদের।' সেই মন্তব্যের পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছিলেন মমতা। যিনি প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তারইমধ্যে ৭ এপ্রিল কোচবিহারের জনসভা থেকে মমতা বলেছিলেন, 'যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তাহলে একদল মহিলা তাদের ঘেরাও করে রাখবেন। আর অপর দল ভোট দিতে যাবেন। শুধু ঘেরাও করে রাখলে হবে না। আপনাদের ভোট নষ্ট করবেন না।' এরপরই কমিশনের তরফে কড়া ভাষায় জানানো হয়েছে, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩ (৩) ও ৩ (এ) ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬, ১৮৯ এবং ৫০৫ ধারা ভঙ্গ করেছেন মমতা। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, গত ৭ এপ্রিল সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ভাগ না করার জন্য মমতা যে আর্জি জানিয়েছিলেন, তাতে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। দু''দিন পর তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা সন্তোষজনক ছিল না। বরং বেছে বেছে, আংশিকভাবে উত্তর দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সেইসঙ্গে চিঠিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেও একপ্রস্থ অভিযোগ তুলেছিলেন। তা নিয়েও যে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, তাতেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যান মমতা।

কিন্তু কী বলেছিলেন মমতা? গত ৩ এপ্রিল তারকেশ্বরের সভায় নাম না করে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের (আইএসএফ) আব্বাস সিদ্দিকিকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন। 'শয়তান ছেলে' হিসেবে উল্লেখ করে মমতা বলেছিলেন, 'হাতজোড় করে বলছি যে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হতে দেবেন না। মনে রাখবেন, বিজেপি এলে সমূহ বিপদ আছে। সবচেয়ে বেশি (বিপদ) আপনাদের।' সেই মন্তব্যের পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছিলেন মমতা। যিনি প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তারইমধ্যে ৭ এপ্রিল কোচবিহারের জনসভা থেকে মমতা বলেছিলেন, 'যদি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।